রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৩৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৮, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৪৫—৭৭৯	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৯৩—১১১৬	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৭৭—৩৯২	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১২৯—১১৪৮	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.১৫৮—যেহেতু, জনাব বিপ্লব কুমার সরকার, বিপিএম-বার, পিপিএম (বিপি-৭২০৩১২২৫৯৬) সাবেক যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, (অ্যাডমিন এন্ড গোয়েন্দা-দক্ষিণ), ডিএমপি, ঢাকা গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সেহেতু, জনাব বিপ্লব কুমার সরকার, বিপিএম-বার, পিপিএম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুসারে পলায়নের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.১৭৮—যেহেতু, জনাব সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, বিপিএম, পিপিএম (বিপি-৭৫০৫১০৫১১১) যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ২২-০৮-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছে।

সেহেতু, জনাব সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, বিপিএম, পিপিএম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুসারে পলায়নের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ২২-০৮-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.২৮৫—যেহেতু, জনাব প্রলয় কুমার জোয়ারদার, বিপিএম, পিপিএম-বার (বিপি-৭৩০৫১১২৮৬৮) অতিরিক্ত ডিআইজি, অপারেশন্স, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সেহেতু, জনাব প্রলয় কুমার জোয়ারদার, বিপিএম, পিপিএম-বার-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুসারে পলায়নের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪৩২/২৪ জুলাই ২০২৫

নং ১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.০৪.০০০৩.২৫/৩.৩৭৮—যেহেতু, জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী (পরিচিতি নং-০২১৭৬), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ হিসাবে গত ০৯-০৫-২২ খ্রি. হতে ০৮-১০-২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তার কর্মকালে ময়মনসিংহ জেলাধীন মুক্তাগাছা এলএসডি ০১-০৭-২০১৮ খ্রি. হতে ৩০-১১-২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরীণ বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ১৪টি আপত্তি উত্থাপিত হয়। উক্ত আপত্তিতে ৯৯৭১ বস্তায় ৩২৮.৯৮০ মে. টন চাল এবং ৩০ কেজি ধারণক্ষম ১৪৯৫ খানা খালি বস্তা ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম ৩৮০ খানা খালি বস্তা আত্মসাত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়; এবং

যেহেতু, যথাযথ তদারকির ঘাটতি, বিলম্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং যথাসময়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব শাকিল আহম্মেদ কর্তৃক বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ তথা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী (পরিচিতি নং-০২১৭৬), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ এর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উপর্যুক্ত অপরাধে জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী (পরিচিতি নং-০২১৭৬), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিল করেন। জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী (পরিচিতি নং-০২১৭৬), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন; এবং

যেহেতু, জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী (পরিচিতি নং-০২১৭৬), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ ২৯-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হয়ে ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী (পরিচিতি নং-০২১৭৬), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ এর মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য, তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাগজপত্রাদি, অভিযোগ, দফাওয়ারি জবাব, প্রমাণাদি এবং মন্ত্রণালয়ের চাহিতমতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা হতে সংগৃহীত প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ ও বর্তমান আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা-এর উপর অর্পিত দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করছেন বলে প্রতীয়মান হয় না। তিনি মুক্তগাছা এলএসডি ০৫ বার পরিদর্শন করেছেন এবং পরিদর্শনকালে এলএসডিতে চাল বা বস্তা ঘাটতি উদঘাটিত হয়নি। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এলএসডিতে যে দায়িত্ব পালন করেন তা Delegation of Administration and Financial Power অনুসারে প্রতিপালনের জন্য প্রাথমিকভাবে তিনি স্বয়ং দায়ী; এবং

যেহেতু, তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের উপর বর্তায় বটে, তবে বিবেচ্যক্ষেত্রে জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ ও বর্তমান আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা-এর অধীন কার্যালয়সমূহ তত্ত্বাবধানে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয় না। তিনি ঘটনাস্থল তথা মুক্তাগাছা এলএসডির কার্যালয় তার কর্মকালে ০৫ বার পরিদর্শন করেছেন। যা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনে একটি প্রমাণক; এবং

সেহেতু, জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী (পরিচিতি নং-০২১৭৬), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ-কে ভবিষ্যতে সর্তক থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর(খ) সূত্রে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের কপি দেয়া হোক।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
ফাবা-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৭ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: বৈদেশিক অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জন্য পূরণীয় শর্তাদি।

নং ০৯.০০.০০০০.০০০.২০৩.১৪.০০৩২.২৫.১১৭—বৈদেশিক অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন, সময় বিচারে অর্থমান (Time Value of Money) নিশ্চিতকরণ এবং অতিরিক্ত ব্যয় পরিহারের লক্ষ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত শর্তাদি প্রতিপালন করতে হবে:

ক) পরিকল্পনা কমিশনের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন;

খ) প্রকল্প পরিচালকসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ;

গ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা তার অধীন সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন;

ঘ) প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল;

ঙ) পণ্য/পূর্ত/সেবা কাজের ব্যয় প্রাক্কলন এবং দরপত্র দলিল (Bidding Documents)-এর খসড়া প্রস্তুতকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্য/পূর্ত/সেবা কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে কন্ট্রাক্ট অ্যাওয়ার্ড (Contract Award) প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন;

চ) উন্নয়ন সহযোগী এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে নেগোশিয়েটেড ঋণচুক্তির অনুবৃত্তিক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিতব্য সাবসিডিয়ারি ঋণচুক্তি (Subsidiary Lone Agreement - SLA)-এর শর্তসমূহের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ; এবং

ছ) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিষেবা স্থানান্তরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট ও সময়াবদ্ধ সমঝোতা সম্পন্ন।

২। বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালনে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার অধীন সংস্থাসমূহ পিডিপিপি প্রণয়ন পর্যায় থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

৩। এ পরিপত্রের শর্তাদি প্রক্রিয়াধীন এবং পাইপলাইনভুক্ত সকল পর্যায়ের প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

সৈয়দ আশরাফুজ্জামান
যুগ্মসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১০.২৩.১৫০—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	আলামদী	০১	১৬৮৭	০৩	উজিরপুর	বরিশাল	
২	কার্ফা	২৭	৯৭৮	০২	উজিরপুর	বরিশাল	
৩	পূর্ব্ব ধামসার	৬৯	৬৯৯	০১	উজিরপুর	বরিশাল	
৪	বৈরকাটী	১১৬	৮৮০	০১	উজিরপুর	বরিশাল	
৫	আলোকদিয়া	১৮	৩৪৫	০১	ঝালকাঠী সদর	ঝালকাঠী	মহামান্য হাইকোর্টে ৬২৫৬/২০০৩ নম্বর রিট মামলা থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট বিএস ১৬৬,৩১২,৩৪৪ ও ৩৪৫ নম্বর খতিয়ান ব্যতিত।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
৬	গৌরীপাশা	২৬	৭৬৪	০১	নলছিটি	ঝালকাঠী	
৭	সূর্য্যপাশা	৫৫	১২৪৩	০২	নলছিটি	ঝালকাঠী	
৮	সরমহল পুনিহাট	১০১	১০৭৫	০২	নলছিটি	ঝালকাঠী	
৯	ভরত কাটী	১২৯	১২২৯	০১	নলছিটি	ঝালকাঠী	
১০	উত্তর জুর কাটী	১৩০	৫৯১	০১	নলছিটি	ঝালকাঠী	
১১	জামিরা লতা	৬৮	১৩৩৮	০৭	ভোলা সদর	ভোলা	
১২	নবীপুর	৭১	১৮৫৫	১৮	ভোলা সদর	ভোলা	
১৩	চর রতনপুর	৭৫	২২১৫	০৩	ভোলা সদর	ভোলা	
১৪	উত্তর দীঘলদী	১০২	৪৯৯৪	০৪	ভোলা সদর	ভোলা	
১৫	রামকেশব	৩৭	১২৩৫	০১	বোরহানউদ্দিন	ভোলা	
১৬	বড়পাতা	৪১	১৫৮৪	০২	বোরহানউদ্দিন	ভোলা	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৫.০০১৫.১৬.২১৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহাদাত জামিল (৩০০২৭২), দ্বিতীয় সচিব (উপ কমিশনার), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২ জুন ২০২৫ তারিখে ০৮.০১.০০০০.০০০.০১৯.০০০১.২১.৩৩ নং স্মারক মূলে জারীকৃত বদলির আদেশ অবজ্ঞাপূর্বক প্রকাশ্যে ছিড়ে ফেলার মাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় এবং এর মাধ্যমে বদলি আদেশ অমান্যকারীগণকে সমর্থন করায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারা মোতাবেক জনাব মোঃ শাহাদাত জামিল (৩০০২৭২), দ্বিতীয় সচিব (উপ কমিশনার), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপূর্বক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৫.০০০৫.২৫.২১৪**—যেহেতু, জনাব সবুজ মিয়া, রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ঢাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২ জুন ২০২৫ তারিখে ০৮.০১.০০০০.০০০.০১৯.০০০১.২১.৩৩ নং স্মারক মূলে জারীকৃত বদলির আদেশ অবজ্ঞাপূর্বক প্রকাশ্যে ছিড়ে ফেলার মাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় এবং এর মাধ্যমে বদলি আদেশ অমান্যকারীগণকে সমর্থন করায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারা মোতাবেক জনাব সবুজ মিয়া, রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) , ঢাকা-কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপূর্বক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

তারিখ : ১ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৬ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৫.০১০৪.১৯.২১৭**—যেহেতু, জনাব মুকিতুল হাসান (৩০০২৫৫), দ্বিতীয় সচিব (উপ কমিশনার), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা রাষ্ট্রের অত্যন্ত গোপন দলিল প্রকাশপূর্বক চাকরির শৃঙ্খলা পরিপন্থী আচরণ করায় তার বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারা মোতাবেক জনাব মুকিতুল হাসান (৩০০২৫৫), দ্বিতীয় সচিব (উপ কমিশনার), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপূর্বক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১২.২২.০০২.১৯-২৮৪**—আর্থিক খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সেবার মান উন্নয়নে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

১.০ **শিরোনাম :** এ নীতিমালা "রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্মচারীদের পদোন্নতি নীতিমালা-২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

২.০ **প্রযোজ্যতা :** এ নীতিমালা রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সিনিয়র অফিসার/সমমান (৯ম গ্রেড) হতে উপমহাব্যবস্থাপক/সমমান (৩য় গ্রেড) পদসমূহে স্থায়ী কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.০ **পদোন্নতির সাধারণ শর্তাবলি :**

৩.১ স্ব স্ব ব্যাংকের চাকরি প্রবিধানমালায় বর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করতে হবে।

৩.২ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পদোন্নতি কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গ্রেড ভিত্তিক জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন করবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড, মেধা, কর্মদক্ষতা, প্রশিক্ষণ, সততা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রির নিচে কোন প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য হবেন না।

৩.৩ কোন কর্মচারীর ফিডার পদে সর্বশেষ ৩ (তিন) বছরের মধ্যে কোনো বছরের চাকরি সন্তোষজনক না হলে [বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবলোপন করা না হলে, বিভাগীয় মামলায় চার্জশীটভুক্ত হলে বা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে দণ্ড বহাল থাকলে, ফৌজদারি মামলায় চার্জশীটভুক্ত হলে বা দণ্ডপ্রাপ্ত হলে] তিনি পরবর্তী পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৩.৪ এ নীতিমালার আওতাধীন সকল পদের পদোন্নতির জন্য অনুচ্ছেদ ৬.০ এর (১) হতে (৭) নং ক্রমিকে বর্ণিত ৯২ নম্বরের মধ্যে যোগ্যতা অর্জনের ন্যূনতম নম্বর (Qualifying Marks) হবে ৭৫।

৩.৫ রাষ্ট্রমালিকাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্মচারীদের পদোন্নতির কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৫.০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদোন্নতি কমিটি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি এবং তাদের সহায়তার জন্য এক বা একাধিক সহায়ক কমিটি গঠন করা যাবে।

৩.৬ সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপক বা সমমান পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক কমিটি যোগ্য প্রার্থীদের ব্যক্তিগত নথি ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ পদোন্নতি নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৬.০ এর (১) হতে (৭) নং ক্রমিকে বর্ণিত ৯২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্য নম্বরের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। বাছাই কমিটি উপস্থাপিত প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তথ্য-উপাত্ত যাচাই বাছাই করে তালিকা পদোন্নতি কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। পদোন্নতি কমিটি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বরাদ্দকৃত ৮ নম্বরের মধ্যে প্রার্থীদের নম্বর প্রদান করবে। মানদণ্ড (Criteria) অনুযায়ী প্রদত্ত নম্বর এবং সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রণয়ন করে পদোন্নতি কমিটি পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবে। উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব ব্যাংকের চাকরি প্রবিধানমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৩.৭ সিনিয়র অফিসার, প্রিন্সিপাল অফিসার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার বা সমমান পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক কমিটি যোগ্য প্রার্থীদের ব্যক্তিগত নথি ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ পদোন্নতি নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৬.০ এর (১) হতে (৭) নং ক্রমিকে বর্ণিত ৯২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্য নম্বর প্রদান করবে। সহায়ক কমিটি প্রার্থীদের নম্বর তালিকা বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। বাছাই কমিটি প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তথ্য-উপাত্ত যাচাই বাছাই করে মানদণ্ড (Criteria) অনুযায়ী ৯২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের আনুপাতিক হারে নীতিমালার ৬ (৮) এ বর্ণিত ৮ নম্বরের মধ্যে নম্বর প্রদান করবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই কমিটি মেধা তালিকা প্রণয়ন করে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবে। উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব ব্যাংকের চাকরি প্রবিধানমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৩.৮ ফিডার পদে চাকরিকাল গণনা করার জন্য প্রতি বছর ৩১ শে ডিসেম্বর পদোন্নতির ভিত্তিকাল (Cut off date) হিসেবে গণ্য হবে। যে বছর পদোন্নতি প্রদান করা হবে সে বছরের শূন্য পদের ভিত্তিতে পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত তালিকা পদোন্নতি প্রদানকৃত বছরের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৩.৯ পদোন্নতির জন্য সাক্ষাৎকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ করতে হবে। সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্য কোনো প্রার্থী নির্ধারিত দিন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাকে পদোন্নতিযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট পদে সাক্ষাৎকার চলাকালীন সময়ে বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে প্রার্থী উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করলে বাছাই কমিটির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সুবিধাজনক সময়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যাবে।

৩.১০ সকল গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে। কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর কোনো একাডেমিক পরীক্ষা অথবা ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার ফলাফল ভিত্তিকাল (Cut off date) এর মধ্যে প্রকাশিত হলে তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের উপযুক্ত প্রমাণক দাখিল সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত নম্বর প্রাপ্য হবেন।

৩.১১ সংশ্লিষ্ট কমিটির সার্বিক মূল্যায়নে, একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট নম্বর সমান হলে ফিডার পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পদোন্নতির মেধা তালিকায় স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

৩.১২ কোন কর্মচারী পরবর্তী গ্রেডে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছে কিন্তু সাময়িক বরখাস্তের কারণে ফিডার পদে চাকরিকালের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) নেই, তার ক্ষেত্রে পদোন্নতির ভিত্তিকাল (Cut off date) হতে অব্যবহিত পূর্বের প্রযোজ্য সংখ্যক বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ব স্ব ব্যাংকের চাকরি প্রবিধানমালা অনুসরণ করতে হবে।

৩.১৩ পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান ব্যতীত পদোন্নতি কার্যকর হবে না। লিয়েনে কর্মরতদের ক্ষেত্রে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মূল পদে যোগদান না করা পর্যন্ত পদোন্নতি কার্যকর হবে না।

৩.১৪ পদোন্নতির জন্য প্রার্থীর যে কোনো ধরণের তদবির/সুপারিশ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

৪.০ **বিভাগীয় মামলা/ফৌজদারি মামলা/দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত মামলার ক্ষেত্রে পদোন্নতি কার্যক্রম :**

৪.১ কোনো কর্মচারী বিভাগীয় মামলায় চার্জশীটভুক্ত বা দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় চার্জশীটভুক্ত বা ফৌজদারি মামলায় বিচারধীন থাকলে অথবা গ্রেফতার হলে উক্ত কার্যধারা/মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৪.২ পদোন্নতির জন্য চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদিত হওয়ার পর কোনো কর্মচারীর নামে চার্জশীট দাখিল করা হলে পদোন্নতির প্যানেলের মেয়াদের মধ্যে আনীত চার্জশীট হতে কোনোরূপ শাস্তি ছাড়া অব্যাহতি পেলে সংরক্ষিত শূন্য পদে তিনি পদোন্নতি পাবেন। প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের মধ্যে তিনি চার্জশীট হতে অব্যাহতি না পেলে বা শাস্তিপ্রাপ্ত হলে উক্ত সংরক্ষিত পদে প্যানেল হতে ক্রমানুসারে অন্য প্রার্থীকে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হবে।

৪.৩ স্ব স্ব ব্যাংকের চাকরি প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালন করতে হবে :

(৪.৩.১) লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) বছর সময় পর্যন্ত পদোন্নতি বিবেচনা করা যাবে না।

(৪.৩.২) গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদ শেষে পরবর্তী ২ (দুই) বছর পর্যন্ত পদোন্নতি বিবেচনা করা যাবে না।

৫.০ **পদোন্নতি কমিটির রূপরেখা :**

৫.১ উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম)/সমমান পদে পদোন্নতির জন্য গঠিত কমিটি :

১.	পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান	সভাপতি
২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও	সদস্য
৩.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	মানব সম্পদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য-সচিব

৫.২ সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম)/সমমান পদে পদোন্নতির জন্য গঠিত কমিটি :

১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও	সভাপতি
২.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	মানব সম্পদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য
৫.	মানব সম্পদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক	সদস্য-সচিব

৫.৩ সিনিয়র অফিসার/সমমান (৯ম গ্রেড) পদ হতে উপমহাব্যবস্থাপক/সমমান (৩য় গ্রেড) পদসমূহে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কর্তৃক বাছাই কমিটি এবং সহায়ক কমিটি গঠিত হবে।

৬.০ **পদোন্নতির নিমিত্ত নম্বর বিভাজন :**

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়ভিত্তিক বিভাজন</th><th>নম্বর</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন :
(বিগত ৩ বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের গড় নম্বরকে বিবেচনা করা হবে)</td><td>৪৫</td></tr>
<tr><td>(২)</td><td>শিক্ষাগত যোগ্যতা :
<table>
<tr><td>ডিগ্রির নাম</td><td>নম্বর বিভাজন</td></tr>
<tr><td>ক) স্নাতকোত্তর/৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান)</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>খ) ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান)</td><td>১৪</td></tr>
<tr><td>গ) স্নাতক/সমমান (ডিগ্রি সমমান)</td><td>১৩</td></tr>
</table></td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>(৩)</td><td>ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা (পূর্বতন ব্যাংকিং ডিপ্লোমা) :
১। ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা JAIBB : ৫ নম্বর
[পূর্বতন ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ১ম পর্ব (জেএআইবিবি)]
২। ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা AIBB : ৫ নম্বর
[পূর্বতন ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ২য় পর্ব (ডিএআইবিবি)]
(টেকনিক্যাল পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের টেকনিক্যাল পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার উভয় পর্বের নম্বর প্রাপ্ত হবেন)</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>(৪)</td><td>চাকরিকাল :
ফিডার পদে বর্তমান গ্রেডে প্রথম ৩ বছরের জন্য ৯ নম্বর। পরবর্তী প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১.০০ নম্বর এবং ৬ মাস বা এর বেশী কিন্তু ১ বছরের কম এর জন্য ০.৫০ নম্বর।</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>(৫)</td><td>মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা :
ফিডার পদে শাখা/ প্রেষণে সংযুক্তিতে কর্মকালে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ০.৮ নম্বর, প্রধান কার্যালয়/নিয়ন্ত্রণকারী অফিসে কর্মকালে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ০.৭ নম্বর এবং ৬ মাস বা এর বেশী কিন্তু ১ বছরের কম এর জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ০.৪০ এবং ০.৩৫ নম্বর।</td><td>০৪</td></tr>
<tr><td>(৬)</td><td>দুর্গম এলাকায় চাকরিকাল :
স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক চিহ্নিত দুর্গম এলাকায় ফিডার পদে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ০.৫০ নম্বর সর্বোচ্চ ১ নম্বর (নিজ জেলা ব্যতীত)।</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>(৭)</td><td>শাখা ব্যবস্থাপক পদে অভিজ্ঞতা :
শুধুমাত্র ফিডার পদে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরতদের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) টি ক্রাইটোরিয়া অনুযায়ী অর্জনের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতি ক্রাইটোরিয়ার জন্য সর্বোচ্চ ০.১০ নম্বর হারে প্রতি বছরের জন্য ০.৫০ করে ৪ বছরে সর্বোচ্চ মোট ২ নম্বর প্রাপ্য হবেন :
১.অর্জিত মুনাফা বৃদ্ধি/লস হ্রাস এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
২. ডিপোজিট গ্রোথ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
৩. লোন গ্রোথ (নতুন ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
৪. শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (প্রযোজ্য না হলে, ১ থেকে ৩ ক্রমিকের প্রাপ্ত নম্বররের গড় নম্বর প্রাপ্ত হবেন);
৫. অবলোপনকৃত ঋণ আদায় এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (প্রযোজ্য না হলে, ১ থেকে ৩ ক্রমিকের প্রাপ্ত নম্বরের গড় নম্বর প্রাপ্ত হবেন);
কোন শাখায় ফিডার পদে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মকালীন সময়ে সংঘটিত অনিয়মের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে দণ্ডপ্রাপ্ত সময়কালের জন্য কোনো নম্বর প্রাপ্য হবেন না।</td><td>০২</td></tr>
</table>

ক্রমিক	বিষয়ভিত্তিক বিভাজন	নম্বর
(৮)	পদোন্নতি কমিটির মূল্যায়ন : ক) উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সমমান পদে সাক্ষাৎকারের পাস নম্বর হবে ৪ (চার)। খ) সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও তদনিম্নস্থ অফিসার/সমমান পদসমূহে বর্ণিত ৯২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের আনুপাতিক হারে বাছাই কমিটি কর্তৃক ৮ (আট) নম্বর প্রদান করতে হবে।	০৮

৭.০ জ্যেষ্ঠতা :

(৭.১) একই তারিখে নিয়োগকৃত কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হবে :

(ক) উক্তরূপ নিয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা বা প্রদত্ত নম্বরের গ্রেডিং (যদি থাকে) এর ভিত্তিতে; এবং

(খ) উক্তরূপ তালিকা বা প্রদত্ত নম্বরের গ্রেডিং না থাকিলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের বছরের ভিত্তিতে এবং উক্ত বছর একই হলে উক্ত ব্যক্তির বয়সের ভিত্তিতে।

(৭.২) একই পঞ্জিকা বছরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের উপর জ্যেষ্ঠ হবেন।

(৭.৩) যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে মেধা তালিকা অনুসারে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। একই নম্বর প্রাপ্ত হলে যে পদ হতে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে সে পদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হবে। পূর্ববর্তী পদেও যদি অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে এর পূর্বে পদের অবস্থান বিবেচিত হবে। এরূপভাবে ক্রমান্বয়ে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে গেলে প্রথম নিয়োগকৃত পদের যোগদানের তারিখ বিবেচিত হবে এবং এটিও অভিন্ন হলে জন্ম তারিখ বিবেচ্য হবে। জন্ম তারিখ একই হলে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষাবর্ষের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(৭.৪) পদোন্নতি প্রদানের জন্য সমমানের বিভিন্ন পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত পদসমূহের কর্মচারীদের বর্তমান পদে পদোন্নতি কার্যকর/যোগদানের (সরাসরি নিয়োগ) তারিখ হতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। পদোন্নতি কার্যকর/ যোগদানের তারিখ একই হলে পূর্ববর্তী পদে পদোন্নতি কার্যকর/ যোগদানের তারিখের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করতে হবে। পূর্ববর্তী পদেও যদি অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে এর পূর্বপদের অবস্থান বিবেচিত হবে। এরূপভাবে ক্রমান্বয়ে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে গেলে প্রথম নিয়োগকৃত পদে (সমমান পদে) যোগদানের তারিখ বিবেচিত হবে এবং এটিও অভিন্ন হলে জন্ম তারিখ বিবেচ্য হবে। জন্ম তারিখ একই হলে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষাবর্ষের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(৭.৫) প্রত্যেক ব্যাংক কর্মচারীদের প্রতি গ্রেডের জ্যেষ্ঠতা তালিকা সংরক্ষণ করবে এবং সময় সময় তাদের অবগতির জন্য তা প্রকাশ করবে।

(৭.৬) লিয়েনে কর্মরত কোন কর্মচারী পদোন্নতির জন্য যোগ্য হলে তার পদোন্নতি অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংকে যোগদানের পর তার পদোন্নতি কার্যকর হবে। লিয়েনে থাকাকালে তার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক তাকে ফেরত চাইলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তার জ্যেষ্ঠতা তার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হতে গণনা করা হবে।

৮.০। এ পদোন্নতি নীতিমালা প্রবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিদ্যমান কর্মচারী পদোন্নতি নীতিমালা রহিত হবে। এ পদোন্নতি নীতিমালায় কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে সে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

৯.০। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১২.২২.০০২.১৯-২৮৫**—আর্থিক খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সেবার মান উন্নয়নে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

১.০ শিরোনাম : এ নীতিমালা "রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের পদোন্নতি নীতিমালা-২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

২.০ প্রযোজ্যতা : এ নীতিমালা রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিনিয়র অফিসার/সমমান (৯ম গ্রেড) হতে উপমহাব্যবস্থাপক/সমমান (৩য় গ্রেড) পদসমূহে কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.০ পদোন্নতির সাধারণ শর্তাবলি :

৩.১ স্ব স্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরি প্রবিধানমালায় বর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করতে হবে।

৩.২ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান পদোন্নতি কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গ্রেড ভিত্তিক জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন করবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, সন্তোষজনক চাকরির রেকর্ড, মেধা, কর্মদক্ষতা, প্রশিক্ষণ, সততা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রির নিচে কোনো প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য হবেন না।

৩.৩ কোন কর্মচারীর ফিডার পদে কর্মকালের মধ্যে কোনো বছরের চাকরি সন্তোষজনক না হলে [বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবলোপন করা না হলে, বিভাগীয় মামলায় চার্জশীটভুক্ত হলে বা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে দণ্ড বহাল থাকলে, ফৌজদারি মামলায় চার্জশীটভুক্ত হলে বা দণ্ডপ্রাপ্ত হলে] তিনি পরবর্তী পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৩.৪ এ নীতিমালার আওতাধীন সকল পদের পদোন্নতির জন্য অনুচ্ছেদ ৬.০ এর (১) হতে (৭) নং ক্রমিকে বর্ণিত ৯২ নম্বরের মধ্যে যোগ্যতা অর্জনের ন্যূনতম নম্বর (Qualifying Marks) হবে ৭৫। পদোন্নতির জন্য বেস নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৫ জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যাবে।

৩.৫ রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের পদোন্নতির কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত **পদোন্নতি কমিটি** এবং **বাছাই কমিটি** গঠন করা যাবে।

৩.৬ উপমহাব্যবস্থাপক বা সমমান পদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক বা সমমান পদ ও সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার বা সমমান পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি যোগ্য প্রার্থীদের ব্যক্তিগত নথি ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করবে এবং এ পদোন্নতি নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৬.০ এর (১) হতে (৭) নং ক্রমিকে বর্ণিত ৯২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্য নম্বর প্রদান করবে। বাছাই কমিটি প্রার্থীদের নম্বর তালিকা পদোন্নতি কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। পদোন্নতি কমিটি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বরাদ্দকৃত ৮ নম্বরের মধ্যে প্রার্থীদের প্রাপ্য নম্বর প্রদান করবে। পদোন্নতি কমিটি মানদণ্ড (Criteria) অনুযায়ী প্রদত্ত নম্বর এবং সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রণয়ন করে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবে। উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরি প্রবিধানমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৩.৭ প্রিন্সিপাল অফিসার বা সমমান পদ ও সিনিয়র অফিসার বা সমমান পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি যোগ্য প্রার্থীদের ব্যক্তিগত নথি ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেন যাচাই-বাছাই করবে এবং এ পদোন্নতি নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৬ এর (১) হতে (৭) নং ক্রমিকে বর্ণিত ৯২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্য নম্বর প্রদান করবে। বাছাই কমিটি প্রার্থীদের নম্বর তালিকা পদোন্নতি কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। মানদণ্ড (Criteria) অনুযায়ী ৯২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের আনুপাতিক হারে পদোন্নতি কমিটি এ নীতিমালার ৭ (৮) এ বর্ণিত ৮ নম্বরের মধ্যে নম্বর প্রদান করবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পদোন্নতি কমিটি মেধা তালিকা প্রণয়ন করে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবে। উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরি প্রবিধানমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৩.৮ ফিডার পদে চাকরিকাল গণনা করার জন্য প্রতি বছর ৩০ শে জুন পদোন্নতির ভিত্তিকাল (Cut off date) হিসেবে গণ্য হবে। যে বছর পদোন্নতি প্রদান করা হবে সে বছরের শূন্য পদের ভিত্তিতে পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত তালিকা পদোন্নতি প্রদানকৃত বছরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৩.৯ পদোন্নতির জন্য সাক্ষাৎকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ করতে হবে। সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্য কোনো প্রার্থী নির্ধারিত দিন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাকে পদোন্নতিযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট পদে সাক্ষাৎকার চলাকালীন সময়ে বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে প্রার্থী উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করলে পদোন্নতি কমিটির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যাবে।

৩.১০ সকল গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কোন একাডেমিক পরীক্ষা অথবা ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার ফলাফল ভিত্তিকাল (Cut off date) এর মধ্যে প্রকাশিত হলে তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের উপযুক্ত প্রমাণক দাখিল সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত নম্বর প্রাপ্য হবেন।

৩.১১ পদোন্নতি কমিটির কর্তৃক সার্বিক মূল্যায়নে, একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট নম্বর সমান হলে ফিডার পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পদোন্নতির মেধা তালিকায় স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

৩.১২ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরি প্রবিধানমালায় তফসিলে বর্ণিত টেকনিক্যাল পদসমূহের পদে পদোন্নতি উক্ত টেকনিক্যাল পদসমূহ হতে প্রদান করা হবে।

৩.১৩ কোন কর্মচারী পরবর্তী গ্রেডে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছে কিন্তু সাময়িক বরখাস্তের কারণে ফিডার পদে চাকরিকালের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) নেই তার ক্ষেত্রে পদোন্নতির ভিত্তিকাল (Cut off date) হতে অব্যবহিত পূর্বের প্রযোজ্য সংখ্যক বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ব স্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরি প্রবিধানমালা অনুসরণ করতে হবে।

৩.১৪ পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান ব্যতীত পদোন্নতি কার্যকর হবে না। লিয়েনে কর্মরতদের ক্ষেত্রে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মূল পদে যোগদান না করা পর্যন্ত পদোন্নতি কার্যকর হবে না।

৩.১৫ পদোন্নতির জন্য প্রার্থীর যে কোন ধরনের তদবির/সুপারিশ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

৪.০ বিভাগীয় মামলা/ ফৌজদারি মামলা/দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত মামলার ক্ষেত্রে পদোন্নতি কার্যক্রম :

৪.১ কোন কর্মচারী বিভাগীয় মামলায় চার্জশীটভুক্ত বা দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় চার্জশীটভুক্ত বা ফৌজদারি মামলায় বিচারাধীন থাকলে অথবা গ্রেফতার হলে উক্ত কার্যধারা/মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৪.২ পদোন্নতির জন্য চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদিত হওয়ার পর কোন কর্মচারীর নামে চার্জশীট দাখিল করা হলে পদোন্নতির প্যানেলের মেয়াদের মধ্যে আনীত চার্জশীট হতে কোনরূপ শাস্তি ছাড়া অব্যাহতি পেলে সংরক্ষিত শূন্য পদে তিনি পদোন্নতি পাবেন। প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের মধ্যে তিনি চার্জশীট হতে অব্যাহতি না পেলে বা শাস্তিপ্রাপ্ত হলে উক্ত সংরক্ষিত পদে প্যানেল হতে ক্রমানুসারে অন্য প্রার্থীকে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হবে।

৪.৩ স্ব স্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরি প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালন করতে হবে :

(৪.৩.১) লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) বছর সময় পর্যন্ত পদোন্নতি বিবেচনা করা যাবে না।

(৪.৩.২) গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদ শেষে পরবর্তী ২ (দুই) বছর পর্যন্ত পদোন্নতি বিবেচনা করা যাবে না।

৫.০ **কমিটির রূপরেখা :**

৫.১ সিনিয়র অফিসার/সমমান (৯ম গ্রেড) হতে উপমহাব্যবস্থাপক/সমমান (৩য় গ্রেড) পদসমূহের জন্য গঠিত পদোন্নতি কমিটি :

১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সভাপতি
২.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
৪.	মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন মহাবিভাগ	সদস্য
৫.	উপমহাব্যবস্থাপক, মানব সম্পদ/কর্মী ব্যবস্থাপনা/প্রশাসন বিভাগ	সদস্য-সচিব

৫.২ সিনিয়র অফিসার/সমমান (৯ম গ্রেড) হতে উপমহাব্যবস্থাপক/সমমান (৩য় গ্রেড) পদসমূহের জন্য গঠিত বাছাই কমিটি :

১.	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রশাসন	সভাপতি
২.	মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন	সদস্য
৩.	মহাব্যবস্থাপক, অপারেশন	সদস্য
৪.	উপমহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত বিভাগ	সদস্য
৫.	উপমহাব্যবস্থাপক, মানব সম্পদ/কর্মী ব্যবস্থাপনা/প্রশাসন বিভাগ	সদস্য-সচিব

৫.৩ প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদোন্নতির ক্ষেত্রে একাধিক বাছাই কমিটি গঠন করতে পারবে।

৬.০ **পদোন্নতির নিমিত্ত নম্বর বিভাজন :**

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>বিষয়ভিত্তিক বিভাজন</th><th>নম্বর</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td><u>বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন :</u>
(বিগত ৫ বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের গড় নম্বরকে বিবেচনা করা হবে। তবে ৫ বছরের চাকরির বৃত্তান্ত (সার্ভিস রেকর্ড) প্রযোজ্য না হলে প্রযোজ্য বছরসমূহের গড় নম্বর বিবেচিত হবে।)</td><td>৪৫</td></tr>
<tr><td>(২)</td><td>শিক্ষাগত যোগ্যতা :
<table>
<tr><td>ডিগ্রির নাম</td><td>নম্বর বিভাজন</td></tr>
<tr><td>ক) স্নাতকোত্তর/৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান)</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>খ) ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান)</td><td>১৪</td></tr>
<tr><td>গ) স্নাতক/সমমান (ডিগ্রি সমমান)</td><td>১৩</td></tr>
</table></td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>(৩)</td><td>ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা (পূর্বতন ব্যাংকিং ডিপ্লোমা) :
১। ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা JAIBB : ৫ নম্বর
[পূর্বতন ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ১ম পর্ব (জেএআইবিবি)]
২। ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষা AIBB : ৫ নম্বর
[পূর্বতন ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ২য় পর্ব (ডিএআইবিবি)]
(টেকনিক্যাল পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের টেকনিক্যাল পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংকিং প্রফেশনাল পরীক্ষার উভয় পর্বের নম্বর প্রাপ্ত হবেন)</td><td>১০</td></tr>
</table>

ক্রমিক	বিষয়ভিত্তিক বিভাজন	নম্বর
(৪)	চাকরিকাল : ফিডার পদে বর্তমান গ্রেডে প্রথম ৩ বছরের জন্য ৯ নম্বর। পরবর্তী প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১.০০ নম্বর। ৬ মাস বা এর বেশি কিন্তু ১ বছরের কম এর জন্য ০.৫০ নম্বর।	১৫
(৫)	মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা : ফিডার পদে শাখা/প্রেষণে/সংযুক্তিতে কর্মকালে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ০.৮ নম্বর, প্রধান কার্যালয়/নিয়ন্ত্রণকারী অফিসে কর্মকালে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ০.৭ নম্বর এবং ৬ মাস বা এর বেশি কিন্তু ১ বছরের কম এর জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ০.৪০ এবং ০.৩৫ নম্বর।	০৪
(৬)	দুর্গম এলাকায় চাকরিকাল : স্ব স্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিহ্নিত দুর্গম এলাকায় ফিডার পদে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ০.৫০ নম্বর সর্বোচ্চ ১ নম্বর (নিজ জেলা ব্যতীত)। যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিহ্নিত দুর্গম এলাকায় শাখা নেই, সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের পূর্ণ নম্বর প্রাপ্য হবেন।	০১
(৭)	শাখা ব্যবস্থাপক পদে অভিজ্ঞতা (আইসিবি ও বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ব্যতীত) : শুধুমাত্র ফিডার পদে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরতদের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) টি ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী অর্জনের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতি ক্রাইটেরিয়ার জন্য সর্বোচ্চ ০.১০ নম্বর হারে প্রতি বছরের জন্য ০.৫০ করে ৪ বছরে সর্বোচ্চ মোট ২ নম্বর প্রাপ্য হবেন : ১. অর্জিত মুনাফা বৃদ্ধি/লস হ্রাস এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; ২. ডিপোজিট গ্রোথ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; ৩. লোন গ্রোথ (নতুন ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; ৪. শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (প্রযোজ্য না হলে, ১ থেকে ৩ ক্রমিকের প্রাপ্ত নম্বরের গড় নম্বর প্রাপ্ত হবেন); ৫. অবলোপনকৃত ঋণ আদায় এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (প্রযোজ্য না হলে, ১ থেকে ৩ ক্রমিকের প্রাপ্ত নম্বরের গড় নম্বর প্রাপ্ত হবেন); কোন শাখায় ফিডার পদে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মকালীন সময়ে সংঘটিত অনিয়মের অভিযোগ দণ্ডপ্রাপ্ত হলে দণ্ডপ্রাপ্ত সময়কালের জন্য কোনো নম্বর প্রাপ্য হবেন না। শাখা ব্যবস্থাপক পদে অভিজ্ঞতা (আইসিবি'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) : শুধুমাত্র ফিডার পদে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরতদের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) টি ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী অর্জনের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতি ক্রাইটেরিয়ার জন্য সর্বোচ্চ ০.১০ নম্বর হারে প্রতি বছরের জন্য ০.৫০ করে ৪ বছরে সর্বোচ্চ মোট ২ নম্বর প্রাপ্য হবেন : ১. মেয়াদি আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; ২. বিনিয়োগ হিসাব/টার্ম ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (TIP) হিসাব খোলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; ৩. ইউনিট ফান্ড/সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP) হিসাব খোলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; ৪. বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (BO) হিসাব খোলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; এবং ৫. উচ্চ সম্পদশালী বিনিয়োগকারী (High Net-worth Investor) সংগ্রহ/ব্যবসা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; কোন শাখায় ফিডার পদে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মকালীন সময়ে সংঘটিত অনিয়মের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে দণ্ডপ্রাপ্ত সময়কালের জন্য কোনো নম্বর প্রাপ্য হবেন না। শাখা ব্যবস্থাপক পদে অভিজ্ঞতা (বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) : শুধুমাত্র ফিডার পদে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরতদের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) টি ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী অর্জনের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতি ক্রাইটেরিয়ার জন্য সর্বোচ্চ ০.১০ নম্বর হারে প্রতি বছরের জন্য ০.৫০ করে ৪ বছরে সর্বোচ্চ মোট ২ নম্বর প্রাপ্য হবেন : . অর্জিত মুনাফা বৃদ্ধি/লস হ্রাস এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; . ঋণ ও বিনিয়োগের মঞ্জুরীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; . ঋণ ও বিনিয়োগের বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; . শ্রেণিকৃত ঋণ ও বিনিয়োগ আদায় এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (প্রযোজ্য না হলে, ১ থেকে ৩ ক্রমিকের প্রাপ্ত নম্বরের গড় নম্বর প্রাপ্ত হবেন); . মোট ঋণ ও বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। কোন শাখায় ফিডার পদে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মকালীন সময়ে সংঘটিত অনিয়মের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে দণ্ডপ্রাপ্ত সময়কালের জন্য কোনো নম্বর প্রাপ্য হবেন না।	০২
(৮)	পদোন্নতি কমিটির মূল্যায়ন : ক) উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার/সমমান পদে সাক্ষাৎকারের পাস নম্বর হবে ৪ (চার)। খ) প্রিন্সিপাল অফিসার ও তদনিম্নস্থ অফিসার/সমমান পর্যন্ত সকল পদে বর্ণিত ৯২ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের আনুপাতিক হারে পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক ৮ (আট) নম্বর প্রদান করতে হবে।	০৮

৭.০ **জ্যেষ্ঠতা :**

(৭.১) একই তারিখে নিয়োগকৃত কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হবে :

(ক) উক্তরূপ নিয়োগের সময় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা বা প্রদত্ত নম্বরের গ্রেডিং (যদি থাকে) এর ভিত্তিতে; এবং

(খ) উক্তরূপ তালিকা বা প্রদত্ত নম্বরের গ্রেডিং না থাকিলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের বছরের ভিত্তিতে এবং উক্ত বছর একই হলে উক্ত ব্যক্তির বয়সের ভিত্তিতে।

(৭.২) একই পঞ্জিকা বছরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের উপর জ্যেষ্ঠ হবেন।

(৭.৩) যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে মেধা তালিকা অনুসারে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। একই নম্বর প্রাপ্ত হলে যে পদ হতে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে সে পদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হবে। পূর্ববর্তী পদেও যদি অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে এর পূর্বে পদের অবস্থান বিবেচিত হবে। এরূপভাবে ক্রমান্বয়ে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে গেলে প্রথম নিয়োগকৃত পদের যোগদানের তারিখ বিবেচিত হবে এবং এটিও অভিন্ন হলে জন্ম তারিখ বিবেচ্য হবে। জন্ম তারিখ একই হলে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষাবর্ষের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(৭.৪) পদোন্নতি প্রদানের জন্য সমমানের বিভিন্ন পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত পদসমূহের কর্মচারীদের বর্তমান পদে পদোন্নতি কার্যকর/যোগদানের (সরাসরি নিয়োগ) তারিখ হতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। পদোন্নতি কার্যকর/যোগদানের তারিখ একই হলে পূর্ববর্তী পদে পদোন্নতি কার্যকর/যোগদানের তারিখের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করতে হবে। পূর্ববর্তী পদেও যদি অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে এর পূর্বপদের অবস্থান বিবেচিত হবে। এরূপভাবে ক্রমান্বয়ে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে গেলে প্রথম নিয়োগকৃত পদে (সমমান পদে) যোগদানের তারিখ বিবেচিত হবে এবং এটিও অভিন্ন হলে জন্ম তারিখ বিবেচ্য হবে। জন্ম তারিখ একই হলে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষাবর্ষের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(৭.৫) প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের প্রতি গ্রেডের জ্যেষ্ঠতা তালিকা সংরক্ষণ করবে এবং সময় সময় তাদের অবগতির জন্য তা প্রকাশ করবে।

(৭.৬) লিয়েনে কর্মরত কোনো কর্মচারী পদোন্নতির জন্য যোগ্য হলে তার পদোন্নতি অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংকে যোগদানের পর তার পদোন্নতি কার্যকর হবে। লিয়েনে থাকাকালে তার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক তাকে ফেরত চাইলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তার জ্যেষ্ঠতা তার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হতে গণনা করা হবে।

৮.০। এ পদোন্নতি নীতিমালা প্রবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান পদোন্নতি নীতিমালা রহিত হবে। এ পদোন্নতি নীতিমালায় কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে সে বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

৯.০। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাজমা মোবারেক
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

বিষয় : **বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ তৌকির ইসলাম (বিডি/১০১৮২), জিডি(পি) এর মৃত্যুতে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।**

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.৯৯.০৭২.১১.২০৩**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ তৌকির ইসলাম (বিডি/১০১৮২), জিডি(পি) গত ২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে ৩৫ স্কোয়াড্রন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ঢাকায় FT-7 BGI বিমানের নিয়মিত প্রশিক্ষণে উড্ডয়নকালে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। মৃত্যুর তারিখ থেকে উক্ত কর্মকর্তার নাম বিমান বাহিনীর জনবল হতে বাদ দেয়া হলো।

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২/০৭ আগস্ট ২০২৫

নং **৩৬.০০.০০০০.০০০.০৪৬.২৩.০০৩০.২৫-৯০২**—শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান অর্গানোগ্রামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা, ২০২৪ এর অধীন ক্রমিক নং ৬.০ এ গঠিত (ক) প্রাথমিক বাছাই কমিটি এবং (খ) চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটিসমূহ নির্দেশক্রমে নিম্নোক্তভাবে এতদ্বারা পুনর্গঠন করা হলো :

ক) প্রাথমিক বাছাই কমিটি :

ক্রম	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	মন্তব্য
০১	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
০২	যুগ্মসচিব/উপসচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩	যুগ্মসচিব/উপসচিব (বিএসইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪	যুগ্মসচিব/উপসচিব (আইন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫	যুগ্মসচিব/উপসচিব (পরিকল্পনা), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬	যুগ্মসচিব/উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭	যুগ্মসচিব/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

* যুগ্মসচিব/উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব এর ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কর্মরত থাকলে পদাধিকার বলে তিনি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

খ) **চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি :**

ক্রম	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	মন্তব্য
০১	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
০২	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), ঢাকা	সদস্য
০৪	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৬	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৮	পরিচালক-প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়	সদস্য
০৯	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রথম সচিব এর নিম্নে নয়)	সদস্য
১০	এফবিসিসিআই কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালক	সদস্য
১১	ডিসিসিআই কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালক	সদস্য
১২	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্ধার্থ ভৌমিক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩২/৩১ জুলাই, ২০২৫

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৯.২৫-৮৪**—বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ উক্ত বিধিতে উল্লিখিত, এর ১২৩ (২) বিধান এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার **"ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস"** শিল্প সেক্টরে উক্ত বোর্ডের মালিক পক্ষের প্রতিনিধি জনাব কল্যাণ মিত্র চাকমা (জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ৯০২২৩০৭৪৮৯৮৮৬), সিনিয়র ম্যানেজার-ফ্যাক্টরী এইচআর ও এডমিনেস্ট্রেশন, বাংলাদেশ এডিবল ওয়েল লিমিটেড এর স্থলে জনাব মাশফিকুর রহমান (জাতীয় পরিচয়পত্র নং : ৭৭৮৪৪৪৯১৩৯), নির্বাহী পরিচালক, মোস্তফা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, মোস্তফা সেন্টার-১১০২/এ, আগ্রাবাদ সি/এ, চট্টগ্রাম, মোবাইল নম্বর : ০১৭১৩১৮৭২৭১, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : বাসা/ হোল্ডিং-১১০, মোস্তফা ভবন, গ্রাম/রাস্তা : ও.আর.নিজাম রোড আবাসিক এলাকা, পাঁচলাইশ, ডাকঘরঃ চকবাজার-৪২০৩, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম- কে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ-১ শাখা

এল. এ. কেস নং-১১০/১৯৭৮-৭৯

ফরম-"ঘ"

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা অনুযায়ী ১৮-০৩-৮০ খ্রিঃ তারিখে আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ০১-০৪-৮০ খ্রি. তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী সেচ বিভাগ, রাজশাহী এর অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-ঘোলহারিয়া, জে.এল. নং-১৪১, থানা-পবা, জেলা-রাজশাহী।

সি এস খং নং	সিএস দাগ নং	হুকুম দখল জমির পরিমাণ (একর)
৮/৬	৬২০	০.০৪
২৬৩	৬২১	০.০৬
৩০০	৬২২	০.০১
২৪০/১	২৭৫০	০.০৮
১৯৪/১	২৭৫১	০.০২
১২৩/২	২৭৫৫	০.১০
৭০	২৭৫৮	০.২২
২৮৪	২৭৫৯	০.০৫
৩০০	২৭৬০	০.০৬
১৮/১	২৭৬১	০.৮২
২৫৫/২, ২৫৫/৩, ২৫৮	২৭৬২	১.৮৪
১৮৭/৩	২৭৬৭	০.৫৪
৩/৯, ৩/১৪, ৩/১৫, ৩/১৮, ৩/২০	২৭৯৪	৬.১০
৩/১৯, ২০	২৭৯৫	৩.৬০
	মোট=	১৩.৫৪ একর

ভূমি অধিগ্রহণের নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-১৬/৭৯-৮০

ফরম-"ঘ"

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা অনুযায়ী ২৫-০৪-৮০ খ্রিঃ তারিখে আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ২৬-০৪-৮০ খ্রি. তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর এর অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-হুলিখালি, জে.এল. নং-৮৭, থানা-বাগমারা, জেলা-রাজশাহী।

সি এস খং নং	সিএস দাগ নং	অধিঃকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১২৯	১৭৫	০.০৫
১৭৩	১৭৬	০.০৬
৫৯	১৭৮	০.০৩
২৮	২৪৭	০.০৮
৬০	২৪৮	০.০৭
২	২৪৯	০.০৪
৭৭	২৫০	০.০৭
১২	২৫৯	০.১১
১২৯	২৬৬	০.০৬
১৬২	২৬৭	০.০৬
১৫৫	২৬৮	০.১১
১২	২৬৯	০.১১
১৫	২৭০	০.২৪
১৯	২৭১	১.০৬
১২	২৭২	০.৩৫
৫৭	২৭৩	০.০৬
৭৬	২৭৪	০.০৫
৫৭	২৭৫	০.০৫
৭৬	২৭৬	০.০৫
৫৭	২৭৭	০.০৫
৭৬	২৭৮	০.০৬
৫৭	২৭৯	০.০৫
৭৬	২৮০	০.০৫
৮১	২৮১	০.০৫
৭৭	২৮৫	০.০৩
৩৯	২৮৬	০.০৪
২৮	২৮৭	০.০৭
৭৮	২৮৮	০.১২
৭৭	২৮৯	০.০৮
০৪	২৯০	০.০৪
৫৮	২৯১	০.০৭
৬০	২৯২	০.১৫
২০	২৯৫	০.০৯
৫৮	২৯৬	০.০৪
৭৭	২৯৭	০.১৮
৪	২৯৮	০.০৪
৫৮	২৯৯	০.০৩
২	৩০০	০.৪১
১১ খ	৩০১	০.১০
৩	৩০২	০.০৪
৩	৩০৩	০.২০
৭৭	৩০৪	০.১৮
৩	৩০৫	০.১৮
১২	৩০৬	০.২২
৪৩	৩০৭	০.১৭
১২	৩০৮	০.১৩
৭৭	৪০৩	০.১২
৪	৪০৪	০.০৫
৫৮	৪০৫	০.০৮
৪৩	৪০৬	০.০২
৮২	৪০৯	০.২৬
৬৩	৪১০	০.১০
৭৭	৪১১	০.০২
১৮	৪১২	০.১৪
৬০	৪১৩	০.৩০
৩৭	৪১৪	০.১৭
১৫	২৭০/৭৪১	০.১৯
২৮	২৫৯/৭৪২	০.১২
৭৭	২৫০/৭৪৩	০.০৮
	মোট=	৭.২৩ একর

ভূমি অধিগ্রহণের নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-৮৯/১৯৭৮-৭৯

ফরম-"ঘ"

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা অনুযায়ী ১৮-০৪-৮০ খ্রিঃ তারিখে আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ০৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ১২-০৫-১৯৮০ খ্রি. তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, চলন বিল প্রকল্প, অধ্যাদেশ নাটোর এর অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-উত্তর একডালা, জে.এল. নং-১৭৪, থানা-বাগমারা, জেলা-রাজশাহী।

সি এস খং নং	সিএস দাগ নং	হুকুম দখল জমির পরিমাণ (একর)
৭০	১৪৮৯	০.১০
৭১	১৪৯০	০.৩৪
৬৯	১৪৯১	০.০১
৬৯	১৪৮৮	০.০৮
৩৭, ১৩	১৪৯৭	০.০৬
৪১	১৪৯৬	০.০৫
২৭	১৪৯৫	০.০৪
৭০	১৪৯৩	০.০২
	মোট=	০.৭০ একর

ভূমি অধিগ্রহণের নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-০৭/১৯৬৭-৬৮

ফরম-"ঘ"

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা অনুযায়ী ০১-১১-৬৭ খ্রিঃ তারিখে আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ২৬-০২-১৯৬৮ খ্রি. তারিখে সড়ক ও জনপথ বিভাগ, রাজশাহীর অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-লক্ষিপুর, জে.এল. নং-২০৯, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী।

সি এস খং নং	সিএস দাগ নং	হুকুম দখল জমির পরিমাণ (একর)
৫৮	৩৯৩	০.০০৫০
১৮১	৪২৩	০.০১০০
	মোট=	০.০১৫০ একর

ভূমি অধিগ্রহণের নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-৮/৭৫-৭৬

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক ০৬-০৮-৭৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তপশিল

মৌজা-বাগরোম, জে.এল. নং-২৯৭, উপজেলা-নাটোর সদর, জেলা-নাটোর।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৬৫	১৩২	০.১৪
৩২১	১৩৩	০.০৯
২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৮৯, ২৯০, ৩৭১	১৩৪	০.৪৬
৩৬১	১৩৫	০.২৮
২৯৮	১৩৬	০.৩৬
২৭৬	২২২	০.০৬
১৫১	২২৩	০.১০
১০, ১১, ১৩, ১২, ১৪, ১৫, ১৭৯, ১৫৭	৩৫৮	৫.০৮
২৮৯	৩৬০	০.০৪
৩৪১	৩৫৯	০.০৩
৩৪১	৩৬১	০.০৩
৩৪১	৩৬২	০.০৩
২৮৭	৩৬৩	০.০৩
২৮৭	৩৬৪	০.১০
২৮৭	৩৬৫	০.০৫

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৬৪	৩৭১	০.১০
২৮৭	৩৭২	০.০৪
২৮৭	৩৭৩	০.০৩
২৮৭	৩৭৪	০.০৭
২৪	৩৮৪	০.০৭
১২৯	৩৮৭	০.০৪
১২৯	৩৮৮	০.০৬
১৭৩	৩৯৫	০.০২
	মোট জমিঃ	৭.৩১ একর

জমির নকশা ভূমি হুকুম দখল শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর-এ দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-১০৫/৭৭-৭৮

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/২১ জুলাই ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৬-৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়য়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তপশিল

মৌজা-শ্যামপুর, জে.এল.নং-১,থানা-গুরুদাসপুর, জেলা-নাটোর।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২২১	৩৬৪	০.০৮ একর
	সর্বমাট জমিঃ	০.০৮ একর

জমির নকশা ভূমি হুকুম দখল শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর-এ দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-৪৩/৬২-৬৩

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারামতে ২৪-০৭-১৯৭৫ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তপশিল

মৌজা-করচমাড়িয়া, জে.এল. নং-১২৩, উপজেলা-সিংড়া, জেলা-নাটোর।

সি.এস খতিয়ান নং	সি.এস দাগ নং	অধিগৃহীত জমি (একর)
৩২০	১১৮১ আংশিক	০.০৮
	সর্বমাট জমি	০.০৮ একর

জমির নকশা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর-এ দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-০৪/৭৯-৮০

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক ০৭-০৩-৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ২১-০৩-৮০ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-গোয়ালগাঁও, জে.এল. নং-৬৬, থানা-ফরিদপুর, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৪৩৩৭	০.১০
৪৩৩৮	০.১০
৪৩৩৯	০.২৮
৪৩৪০	০.০৭
৪৩৪১	০.০৬
৪৩৪২	০.১২
৪৩৪৩	০.০৯
৪৩৪৪	০.১২
৪৩৪৫	০.৩৮
৪৩৪৬	০.৩৯
৪৩৪৭	০.১৪
৪৩৪৮	০.০৩
মোট=	১.৮৮ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-০৩/৭৯-৮০

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-০৩-৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৭-০৩-৮০ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-ধনিয়াবাড়ী, জে.এল. নং-৭০, থানা-ফরিদপুর, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৭	০.০১
৩৮	০.০৪
৩৯	০.০৮
৪০	০.২৬
৪১	০.৭২
৪২	০.১২
৪৩	০.২৫
৭৫	০.০১
৭৬	০.০৫
৭৭	০.০১
৭৮	০.০৩
৭৯	০.০৬
৮০	০.২৪
৮১	০.২০
৮২	০.০১
৮৩	০.০৪
৮৪	০.০৮
৮৫	০.২০
৮৬	০.৪৫
৮৭	০.৯০
১৯৮	০.১৩
২২২	০.৬০
৩০১	০.২৯
৩০২	০.৩০
৩০৩	০.৩৫
৩১৮	০.৬২
৩২২	০.৪২
৩২৩	০.১৮
৩২৪	০.০৫
৩২৬	০.৩০
৩২৭	০.২০
৩৩১	০.০৭
৩৩৪	০.৬৬
৩৩৫	০.১৮
৩৩৬	০.৩০
৩৩৭	০.৫০
৩৩৮	০.৩২
৪৯১	০.২২
মোট=	৯.৪৫ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-৩৩/৭৫-৭৬

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক .... খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৪-০৩-৮১ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

দাগসূচি

মৌজা-বড় নারায়নদিয়া, জে.এল. নং-৬, থানা-সাঁথিয়া, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১	০.৫৬
২	০.৪৬
২৩	০.০১
২৪	০.০২
২৫	০.০৯
মোট=	১.১৪

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-০২/৭৫-৭৬

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-০৭-৭৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ৩০-০৮-৭৭ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-দক্ষিণ রাঘবপুর, জে.এল. নং-১১১, থানা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৪৮	০.০০৭৫
৩৪৯	০.০৪০
৩৫০	০.০২০
৮৮৬	০.০১০
৮৮৭	০.০১৫০
৮৮৮	০.০২৭৫
মোট=	০.১২০০ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-১৩/৭৬-৭৭

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০৪-৭৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১২-০৪-৭৭ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-বয়রা, জে.এল. নং-৮৪, থানা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৪৯১	০.০৩
৪৯৬	০.০৬
৪৯৭	০.১১
৪৯৮	০.১১
৪৯৯	০.১১
৫০০	০.০৪
৫০১	০.২৭
৫০২	০.১৪
৫০৩	০.১৫
৫০৭	০.০১
৫০৬	০.১০
৫২৪	০.০২
৫২৬	০.০৮
৫২৭	০.২০
৫২৮	০.১৫
মোট=	১.৫৮ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-১৭/৭৫-৭৬

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-০৫-৭৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ২২-০৫-৭৬ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

দাগসূচি

মৌজা-ধৈপাড়া, জে.এল. নং-১৩৫, থানা-সুজানগর, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৫৫	০.২২
৩৫৯	০.২২
৩৬০	০.২৫
৩৬১	০.১৬
৩৬২	০.১৬
৩৬৩	০.১২
৩৬৪	০.২০
৩৬৫	০.০১
৩৬৯	০.০৬
৩৭০	০.০৮
৩৭১	০.১৮
৩৭২	০.২৭
৩৭৩	০.০৭
মোট=	২.০০ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-১৪/৮০-৮১

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০৫-৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ২০-০৫-৮১ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তপশিল

মৌজা-সিলন্দা, জে.এল. নং-১৮, থানা-সাঁথিয়া, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৮০৬	০.১৯
২৪৬	০.১৯
২৩৯	০.৪৭
২৪৮	০.০৭
মোট=	০.৯২ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-১১/১৯৭৬-৭৭

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৯-৭৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ০৫-১০-৭৭ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

দাগসূচি

মৌজা-শ্যামসুন্দরপুর, জে.এল. নং-৭৭, থানা-সুজানগর, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১৩৪	০.৩০
১৩৫	০.১৫
১৩৬	০.১৪
১৩৭	০.৪১
১৩৮	০.১১
১৩৯	০.১১
১৪০	০.৭৬
১৪১	০.৫৬
১৪৪	০.৩০
১৪৫	০.৩৫
১৪৬	০.২৮
১৬৫	০.৫৯
১৬৬	০.৩৬
১৬৭	০.৩৭
১৬৮	০.৩৫
১৬৯	০.৩০
১৭০	১.১৪
১৭১	০.৩১
১৭২	০.১২
১৭৩	০.২৭
১৭৪	০.১৬
১৭৫	০.৬৬
১৭৬	০.৪১
১৭৭	০.২৮
২০৪	০.১৪
২০৫	০.১৮
২০৬	০.৮৩
২০৭	০.২২
২০৮	০.৯৭
২১০	১.০৮
২১১	০.৪৬
২১২	১.৪১
১১২৮	০.৪৮
১১২৯	০.৫৬
১১৩০	০.৫১
১১৩১	০.২৬
১১৩২	০.২৫
১১৩৩	০.১০
১১৩৫	০.২৫
সর্বমোট=	১৬.৪৯ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-৪২/৮০-৮১

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৭-৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১১-০৩-৮২ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহার সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

দাগসূচি

মৌজা-রাণীগ্রাম, জে.এল. নং-৬৮, থানা-বেড়া, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১৫২	০.০১
১৮১	০.০৩
১৮২	০.২৬
১৮৩	০.১০
১৮৪	০.০৮
১৮৭	০.১৪
১৮৮	০.০৯
১৮৯	০.১৩
১৯১	০.১১
১৯৪	০.৩৩
২০১	০.২১
২০২	০.২৩
২০৩	০.৩০
২০৪	০.৩৬
২০৫	০.০৬
সর্বমোট=	২.৪৪ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং- ৮০/১৯৮৪-৮৫ (নওগাঁ) / ২০/১৯৭৭-৭৮ (রাজঃ)

ফরম-"ঘ"

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/২১ জুলাই ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নম্বর আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুম দখল করা হইয়াছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হলো।

তপশিল

মৌজা-বর্দ্দপুর, জে.এল. নং-৩০১, উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৯০	৩১৭	০.৩২	০.০১
৯০	৩১৮	০.১০	০.০৫
৯০	৩১৯	০.২০	০.২০
৯০	৩২০	০.২৯	০.২৯
৫৮	৩২১	০.৪৬	০.০৬
১৮৭	৩২২	০.৪৮	০.৩৬
১৮৭	৩২৩	০.৪৩	০.২৭
৭৪	৩২৫	০.৬৪	০.৩৬
৯৫	৩২৬	০.৪৪	০.৪৪
৪৭	৩২৭	০.১১	০.০২
৪১	৩২৮	০.২৩	০.০১
৪৭	৩৩০	০.২৭	০.১৪
৯১	৩৩১	০.২১	০.০১
২৪১	৪০২	০.৩৯	০.০৩
১১৬	৪০৩	০.২৬	০.২৬
২৪১	৪০৪	০.৪০	০.০৪
২৬৭	৪১২	০.৯৭	০.৫৬
১৯৪	৪১৮	০.৯০	০.০২
৯১	৪৩০	১.৩০	০.১৭
৯১	৪৪৩	০.৫০	০.০১
৯১	৪৪৪	১.০৫	০.৮৫
৯১	৪৪৫	০.০৭	০.০১
৭৯	৪৪৬	০.৪০	০.৩৪
১৭৯	৪৪৭	০.৩৯	০.৩৫
১৭৯	৪৪৮	০.৪২	০.০২
১৭৯	৪৪৯	০.৩৯	০.০৭
৯১	৪৫০	১.১৪	০.২৫
৯১	৪৬৯	০.৬৪	০.৩৫
৯১	৪৭০	০.৫৪	০.৪৯
১৭৮	৪৭২	০.৩০	০.০২
১৮৫	৪৭৩	০.২৮	০.০৯
২৩০	৪৭৪	০.৪৮	০.২৭
১৮৫	৪৭৫	০.৪৯	০.৪৪
২৩৫	৪৭৮	০.৮৮	০.১৭
১৮৪	৪৭৯	০.৪১	০.৪১
১৮৪	৪৮০	০.২৪	০.০৪

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২৮৯	৪৮১	০.৩১	০.২৫
৬৪	৪৮২	০.২৭	০.২৭
	৪৮৩	০.৩৮	০.৩২
১৯২	৪৮৪	০.৪২	০.০৩
১৮৫	৪৮৫	০.২০	০.১৬
১৭৮	৪৮৬	০.২৪	০.২৪
১৮	৪৮৭	০.৭১	০.২৪
১৮	৪৮৮	০.৪৭	০.০১
২৮৯	৫১৭	০.৪২	০.১৫
২৮৯	৫১৯	০.৩৭	০.০৩
৬৪	৫৯৪	০.৭৯	০.২৯
২৪	৫৯৫	০.৪৫	০.৪৫
২৪৩	৫৯৬	০.১২	০.১২
৯৪	৫৯৭	০.৩৩	০.২৯
২৩০	৫৯৮	০.২৪	০.১৯
২৩০	৫৯৯	০.১০	০.০৩
২৪০	৬০০	০.৪৪	০.১৭
২৪০	৬০২	০.৩৪	০.০১
২৪	৬০৩	০.২২	০.২২
১২	৬০৪	০.৮৪	০.৭৪
১৮	৬০৫	০.৪০	০.২০
২৭৭	৬১৬	০.৮৯	০.০৪
১৮	৬১৭	০.৭৩	০.৩৬
৯	৮৫৯	০.১৩	০.০১
৯	৮৬০	০.৪২	০.০৫
২২২	৮৬১	০.৫০	০.০৪
৩৩৯	৮৬২	০.৫৩	০.০৪
২৪৮	৮৭৯	০.১১	০.০৪
২৪৫	৮৮০	০.১০	০.১০
২৪৫	৮৮১	০.৩৪	০.৩৪
২৪৭	৮৮২	০.১২	০.১০
২৪৭	৮৮৩	০.১৭	০.০৬
২৪৫	৮৮৪	০.২৪	০.০১
১৯২	৯৬১	১.৪৪	০.০৫
১৭	৯৭২	০.৯০	০.৩০
১৭	৯৭৩	০.২৩	০.২০
১৭	৯৭৪	০.৪৫	০.৪৫
১৬১	৯৭৫	০.৭৮	০.৭৮
২৮২	৯৭৬	১.৮১	০.৯৭
২৮২	৯৭৭	০.৩০	০.০৮
৩০	১০৮৮	০.২০	০.০৪
২২৮	১১১১	০.৮১	০.০৩
৩৩৯	১১১২	০.৫০	০.২৯
৩৩৯	১১১৩	০.৪৬	০.২৬
৩৩৯	১১১৪	০.৩৪	০.৩৪
৩৩৯	১১১৫	০.২০	০.২০
১৩৬	১১১৬	০.২২	০.১৮
১৩৬	১১১৭	০.৪০	০.১৮
২৬৯	১১১৮	০.২১	০.০৬
২৭৮	১১৫৯	০.৭১	০.০৬
২৫	১১৬০	০.১২	০.০৬
২৫	১১৬১	০.১৪	০.১০
৬	১১৬২	০.২৯	০.১৯
৩৩৯	১১৬৩	০.৬৬	০.৫৬
১৯৮	১১৬৯	০.৪১	০.০৪
৩৩৯	১১৭০	০.৬৯	০.৬৪
		মোট=	১৯.১৪ একর

মোট জমির পরিমাণ = ১৯.১৪ একর

বর্দ্দপুর মৌজায় অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ = ১৯.১৪ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল. এ. কেস নং-১৬/১৯৭৬-৭৭

ফরম-"ঘ"

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০৪-১৯৭৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ২৯-০৪-৭৭ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

দাগসূচি

মৌজা-বয়রা, জে.এল. নং-৮৪, থানা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা।

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৫২৯	০.০২
৫৩০	০.০৬
৫৩১	০.১৬
৫৩২	০.০৩
৫৩৪	০.০১

দাগ নং (সি.এস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৫৩৮	০.৪৬
৬৭৩	০.২১
৬৭৪	০.৩৫
৬৭৫	০.১০
৬৭৬	০.২৬
৬৭৭	০.০২
৬৮২	০.০৩
সর্বমোট=	১.৭১ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল.এ শাখা পাবনা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং- ২৫৯/১৯৮৪-৮৫ (নওগাঁ) / ৪০/১৯৭৬-৭ (রাজঃ)

ফরম-"ঘ"

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/০৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হলো।

তপশিল

মৌজা-চৌরবাড়িয়া, জে.এল. নং-৯১, উপজেলা-আত্রাই, জেলা-নওগাঁ।

খতিয়ান নং (সি.এস)	দাগ নং (সি.এস)	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২২৪	৩০	০.৩২	০.০৪
৪৬	৩১	০.২৩	০.২৩
৩৪	৩২	০.৩৪	০.২৭
১৬২	৩৩	০.২৬	০.০২
১৬৭	৩৫	০.০৬	০.০৬
২২৪	৩৬	০.৩৫	০.৩৫
১৬৭	৩৭	০.০৫	০.০৫
২১৯	৩৮	০.০৬	০.০৬
১৮৬	৩৯	০.০৫	০.০৫
১৬৭	৪০	০.২১	০.১৮
১৯০	৪৪	০.২৪	০.০৪
১৬৭	৪৫	০.২০	০.০৮
৩১০	৪৬	০.১৭	০.১৭
৩১১	৪৭	০.০৮	০.০৮
১৬৯	৪৮	০.৩৭	০.১৫
৭৭	১৪১/১৯১৪	০.২১	০.২১
১৯০	৪৯	০.১৯	০.০৬
১৬৭	৫০	০.০৫	০.০৫
২৭	২২১	০.৮২	০.০১
২০৬	২২২	০.৩৬	০.২৪
৮৯	২২৩	০.২২	০.০৬
১৪৫	২২৪	০.২৩	০.২৩
১৬২	২২৫	০.৩৮	০.০৯
১৮৩	২২৬	০.৫০	০.০৪
৩১০	২২৭	১.১৯	০.০৮
৩১১	২২৮	১.০১	০.৪০
৯৮	২২৯	১.০০	০.৮৬
২২৪	২৩০	০.৩২	০.৩২
১৬২	২৩১	০.১২	০.১২
১৮৮	২৩২	০.১৪	০.০৯
২০৭	২৩৩	০.২৭	০.০৬
২০৭	২৩৪	০.২৬	০.২৬
২০৭	২৩৫	০.১১	০.০৭
১৮৮	২৩৭	০.১৬	০.০৬
২৩	২৩৮	০.১৮	০.০৬
৩১১	৪৭/১৯১১	০.১০	০.১০
২৯৮	৩০০	০.৩০	০.১৪
২৯৮	৩০২	০.৪৬	০.২৪
২৯৬	৩০৪	০.১২	০.১২
২৯৬	৩০৫	০.১২	০.১২
২৯৬	১৯২২	০.১৩	০.০১
২৯৬	১৯২৩	০.১৩	০.০৩
২৯৫	৩১০	০.২৫	০.১৩
২৯৫	৩১১	০.২৭	০.২৭
১৯০	৩১২	০.৮২	০.৬৫
১২২	৩১৩	০.৭১	০.৬৭
১২৯	৩১৮	০.১৯	০.০২
৯৫	৩১৯/১৯৪৯	০.০১	০.০১
৯৫	৩১৯/১৯৫০	০.০১	০.০১
৯৫	৩১৯/১৯৫১	০.০১	০.০১
৯৫	৩২৪/১৯৫২	০.০১	০.০১
৯৫	৩১৯	০.০৬	০.০৬
৯৫	৩২০	০.০৬	০.০৬

খতিয়ান নং (সি.এস)	দাগ নং (সি.এস)	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৯৫	৩২১	০.০৭	০.০৭
২০২	৩২২	০.৫৮	০.২২
৯৪	৩২৩	০.০৭	০.০৭
১১৫	৩২৪	০.১১	০.১১
৯৪	৩২৬	০.০৪	০.০৪
১১৫	৩২৭	০.১৪	০.০৮
২২০	৩২৮	০.০৪	০.০৪
২২০	৩২৯	০.০৫	০.০৫
২২০	৩৩০	০.০৩	০.০৩
১৮৮	৩৩১	০.০৬	০.০৬
১৯	৩৩৪	০.১০	০.০৪
২০৭	৩৩৫	০.০৯	০.০৬
১৩৪	৩৩৬	০.০৯	০.০৯
১১১	৩৩৭	০.২৮	০.০৫
১৯	৩৩২	০.০৮	০.০৮
১৮৮	৩৩৩	০.০৭	০.০৭
২২০	৫৪৯	০.০৫	০.০১
৭১	৫৫৪	০.১৯	০.০৭
২১৯	৫৫৫	০.২১	০.২১
৯৪	৫৫৬	০.১০	০.১০
১১৫	৫৫৭	০.০৭	০.০৭
২১৯	৫৫৮	০.৩৩	০.০৯
১১৫	৫৬০	০.১৩	০.০৬
৯৪	৫৬১	০.১৪	০.০৩
২২০	৫৭৪	০.০৮	০.০৪
২২০	৫৭৫	০.০৮	০.০৪
২২০	৫৭৬	০.১২	০.১২
২২০	৫৭৭	০.১৩	০.১৩
২২০	৫৭৮	০.১২	০.০৩
৯৫	৫৭৯	০.১১	০.০৮
৯৫	৫৮০	০.১২	০.০৬
৯৫	৫৮১	০.১২	০.০৪
১৩৪	৫৮২	০.১৮	০.১৮
২২১	৫৮৩	০.০৯	০.০৯
২৩৪	৫৮৬	০.১৩	০.০৩
২৩৪	৫৮৭	০.১৩	০.০৪
২৩৪	৫৮৮	০.১৬	০.০৬
১৫৮	৫৮৯	০.৩৮	০.৩৮
২৩	৫৯০	০.২৮	০.১২
২৩	৫৯১	০.১৯	০.০৪
১১৯	৫৯৫	০.৬৭	০.৩৪
৯৫	৫৯৭	০.১৯	০.০২
২০৮	৫৯৮	০.৩৮	০.৩৮
৭৭	৫৯৯	০.০৫	০.০৫
৭৭	৬০০	০.০৬	০.০৬
২০৯	৬০১	০.০৮	০.০৮
২০৯	৬০২	০.০৬	০.০৬
৭৭	৬০৩	০.০৩	০.০৩

খতিয়ান নং (সি.এস)	দাগ নং (সি.এস)	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২০৯	৬০৪	০.০৩	০.০৩
১৮৬	৬০৫	০.২২	০.১৬
২৩৪	৬০৬	০.২৪	০.০৪
৯১	৬০৭	০.০৭	০.০৫
৯১	৬০৮	০.০৬	০.০৪
৯১	৬০৯	০.১৪	০.১২
১৬৫	৬১০	০.৫৪	০.২৫
৯৫	৬১১	০.২৫	০.১০
৩৭	৬১২	০.১৯	০.১৫
৯৮	৬১৩	০.৫৭	০.২৯
১০৮	৬১৪	০.৪১	০.৩১
১৬৭	৬১৫	০.২৩	০.১৫
১৮৬	৬১৬	০.২৪	০.২৪
৯১	৬১৭	০.১৬	০.১৬
৯১	৬১৮	০.৩৪	০.৩৪
১১	৬১৯	১.১৪	০.৩১
২৮২	১৯৩২	০.০২	০.০২
৩৩	৬২২	০.০৮	০.০৪
১২৮	৬২৩	০.১৭	০.০৩
২১৩	৬৩৬	০.২৮	০.১৫
৯৮	৬৩৭	০.২৯	০.১৯
১৬১	৬৩৮	০.২৭	০.২১
১২৮	৬৩৯	০.১৫	০.০৮
৩৩	৬৪০	০.০৯	০.০৯
২১৩	৬৪১	০.০৩	০.০৩
৫২	৬৪২	০.৪৫	০.০৯
১৬	৬৪৩	০.২০	০.২০
৫২	৬৪৪	০.২৭	০.২৭
৩৩/৪	৬৪৫	০.২৮	০.০৪
২	৭০৯	০.২৫	০.০৬
১০৭	৮৫৭	০.৮৪	০.১৪
৪৬	৮৫৮	১.১৮	০.৪০
২৪	৮৫৯	১.৩২	০.৪৪
১৯৯	৮৬০	১.৩২	০.৫৬
৩৩	৮৬২	০.০৮	০.০২
১২৯	১৯৫৭	০.২৬	০.২৬
৯৮	৮৬৩	০.২৩	০.২৩
১৯৪	৮৬৪	০.২৩	০.১৭
১০৮/১	৬৪৬/১৯৪০	০.১১	০.০২
১১০	২০৭	১.১৭	০.৫৩
৪০	৪৬/১৯০৩	০.০৫	০.০৫
		মোট=	১৯.২২ একর

চৌরবাড়িয়া মৌজায় অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ = ১৯.২২ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং- ৭৮/১৯৮৪-৮৫ (নওগাঁ) / ৩৯/১৯৭৬-৭৭ (রাজঃ)

ফরম-"ঘ"

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৫) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৬ শ্রাবণ ১৪৩২/২১ জুলাই ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৭.২৫.২০২—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নম্বর আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হলো।

তপসিল

মৌজা-বেহুলা, জে.এল. নং-৮৯, উপজেলা-আত্রাই, জেলা-নওগাঁ।

দাগ (সিএস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৯	০.২০
২৮	০.০১
৩০	০.২৪
৪০	০.০১
৭৬	০.২০
৭৭	০.৭৪
১১৪	০.০২
১১৫	০.১২
১১৬	০.২০
১১৭	০.০২
১৩৪	০.০১
১৩৭	০.০১
১৩৮	০.০৬
১৩৯	০.০৬
১৪০	০.০৪
১৪১	০.০৪
১৪৬	০.১৮
১৫০	০.০৫
১৫১	০.০৫
১৫২	০.৪৩
১৫৪	০.০১
১৫৮	০.০৩
১৬০	০.০২
১৬১	০.০৩
১৬২	০.০৪
১৬৩	০.০৫
১৬৪	০.০১
১৬৫	০.০১
১৮২	০.০৪
১৮৩	০.০৪
১৮৬	০.১৭
১৮৯	০.১৪
১৯০	০.০২
২১৫	০.০৩
২১৬	০.১০
২২৪	০.৮০
২২৬	০.০৯
২২৭	০.২০
২২৮	০.১০
২২৯	০.৩৭
২৩০	০.২৮
২৩২	০.১৪
২৩৩	০.১৬
২৩৪	০.০৭
২৩৫	০.০৬
২৩৬	০.১২
২৩৭	০.৩০
২৩৮	০.১৮
২৩৯	০.২০
২৪০	০.৪১
২৪১	০.৪৯
২৪২	০.০৯
২৪৪	০.২০
২৪৫	০.১৭
২৪৬	০.১৭
২৪৭	০.৫৩
২৫০	০.০১
২৫১	০.০৪
২৫২	০.০১
২৫৩	০.১০
২৫৪	০.০৯
২৫৫	০.১৫
২৫৭	০.১০
২৫৮	০.০৯
২৫৯	০.০৩
২৬২	০.১০
৩৭৪	০.০৪
৩৭৫	০.০২
৩৭৬	০.০৯
৩৭৭	০.০১
৩৭৮	০.১০
৩৭৯	০.০১
৩৮৪	০.০২
৩৮৫	০.০৪

দাগ (সিএস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৫৩৭	০.৭০
৫৫২	০.৭০
৫৫৩	০.২৮
৫৫৪	০.১২
৫৬১	০.০২
৫৬২	০.১২
৫৬৩	০.০৭
৫৬৪	০.৫৮
৫৬৫	০.২৩
৫৬৮	০.০৯
৫৬৯	০.০৮
৫৭১	০.৩০
৫৭২	০.৭০
৫৭৩	০.০৮
৫৭৪	০.০১
১৪৮৯	০.২৮
১৪৯০	০.৩৫
১৪৯১	০.০৮
১৪৯২	০.২৭
১৪৮৮	০.২০
১৪৯৩	০.১৯
১৪৯৪	০.৩০
১৪৯৫	০.৩০
১৪৯৭	০.২২
১৫১/১৫০৯	০.০১
১৫২/১৫১০	০.১৮
১০৭/১৫০০	০.১৫

মোট জমির পরিমাণ = ১৬.২২ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

পুলিশ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২/০৭ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৫.১৮.০০১.১৯-১৮৪**— ইতোমধ্যে নিজ কর্মস্থল হতে পলায়ন করায় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এরূপ ৪০ (চল্লিশ) জন পুলিশ সদস্যের অনুকূলে প্রদত্ত পুলিশ পদক নির্দেশক্রমে প্রত্যাহার করা হলো।

ক্রঃ নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	জিও'র ক্রমিক নং	প্রাপ্ত পদক	পদকপ্রাপ্ত সাল	বর্তমান অবস্থান	মন্তব্য
১.	জনাব সৈয়দ নুরুল ইসলাম, বিপিএম (বার), পিপিএম বিপি-৭১০১১০৮১৮৮ ডিআইজি, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	৫	পিপিএম	২০১০	পলাতক	ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে প্রাপ্ত পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
		১৭	বিপিএম- সেবা	২০১৩		
		১৩	বিপিএম- সেবা	২০১৭		
২.	জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার), বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩ অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা	৩৩	পিপিএম -সেবা	২০১২	পলাতক	ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে প্রাপ্ত পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
		৮	পিপিএম -সেবা	২০১৩		
		১২	বিপিএম- সেবা	২০১৫		
		১২	বিপিএম- সেবা	২০১৬		
৩.	জনাব নূরে আলম মিনা, বিপিএম, পিপিএম-সেবা বিপি-৭৬০১০২০৮৪৭, ডিআইজি, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১২	বিপিএম	২০১৭	পলাতক	ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে প্রাপ্ত পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
		৮	পিপিএম -সেবা	২০১২		
৪.	জনাব বিপ্লব কুমার সরকার, বিপিএম (বার), পিপিএম-সেবা, বিপি-৭২০৩১২২৫৯৬, অতিরিক্ত ডিআইজি, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	১১	পিপিএম -সেবা	২০১৩	পলাতক ও সাময়িক বরখাস্ত	
		১৩	বিপিএম- সেবা	২০১৫		
		৭০	বিপিএম- সেবা	২০১৮		

ক্রঃ নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	জিও'র ক্রমিক নং	প্রাপ্ত পদক	পদকপ্রাপ্ত সাল	বর্তমান অবস্থান	মন্তব্য
৫.	জনাব এস, এম, মেহেদী হাসান, বিপিএম(বার), পিপিএম (বার), বিপি-৭২০৩০২৭৮০৮, অতিরিক্ত ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	১৬	পিপিএম -সেবা	২০১১	পলাতক ও সাময়িক বরখাস্ত	
		১৯	বিপিএম- সেবা	২০১৩		
		১১	পিপিএম -সেবা	২০১৭		
		৭৮	বিপিএম- সেবা	২০১৮		
৬.	জনাব সঞ্জিত কুমার রায়, পিপিএম -সেবা বিপি-৭২০৩০২৭৮০৭, অতিরিক্ত ডিআইজি, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	২	পিপিএম -সেবা	২০২২	পলাতক	ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে প্রাপ্ত পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
৭.	জনাব মোহাম্মদ জায়েদুল আলম, বিপিএম -সেবা, পিপিএম -সেবা, বিপি-৭৫০৩০২৭৮৫৫, অতিরিক্ত ডিআইজি, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১৫	পিপিএম -সেবা	২০১৪	পলাতক	ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে প্রাপ্ত পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
		১৯	বিপিএম- সেবা	২০২৩		
৮.	জনাব শ্যামল কুমার মুখার্জী, পিপিএম -সেবা বিপি-৭৭০৩১১৬১৩৯, অতিরিক্ত ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ অফিসে সংযুক্ত	৪	পিপিএম -সেবা	২০১৯	পলাতক	
৯.	জনাব রিফাত রহমান শামীম, পিপিএম -সেবা বিপি-৭৩০৫১০০৯৯৯, পুলিশ সুপার (অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১১	পিপিএম -সেবা	২০২৩	পলাতক	ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে প্রাপ্ত পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
১০.	জনাব কাজী আশরাফুল আজীম, পিপিএম সেবা বিপি-৭৫০৫১১৬৪৮৯, পুলিশ সুপার, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	২৪	পিপিএম -সেবা	২০২৩	পলাতক	ইতোমধ্যে ২০১৮ সালে প্রাপ্ত পুলিশ পদক প্রত্যাহার করা হয়েছে।
১১.	জনাব প্রলয় কুমার জোয়ারদার, বিপিএম (বার), পিপিএম, বিপি-৭৩০৫১১২৮৬৮, অতিরিক্ত ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	৫	বিপিএম- সেবা	২০১২	পলাতক ও সাময়িক বরখাস্ত	
		৭	পিপিএম	২০১৭		
		১৬	বিপিএম	২০১৮		
১২.	জনাব সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, বিপিএম-সেবা, পিপিএম -সেবা, বিপি-৭৫০৫১০৫১১১ বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	৮৬	বিপিএম- সেবা	২০১৮	পলাতক ও সাময়িক বরখাস্ত	
		৭	পিপিএম -সেবা	২০২২		
১৩.	জনাব মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, বিপিএম, পিপিএম -সেবা, বিপি-৭৫০৫১১৭০৮০ অতিরিক্ত ডিআইজি, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত	৯	বিপিএম	২০২৩	পলাতক	
		৪৯	পিপিএম -সেবা	২০১৮		
১৪.	জনাব আয়েশা সিদ্দিকা, বিপিএম- সেবা, পিপিএম -সেবা, বিপি-৭৬০৫১০১৯৪৪, বিশেষ পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারী অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত।	১১	বিপিএম- সেবা	২০২১	পলাতক	
		৪১	পিপিএম -সেবা	২০১২		

ক্রঃ নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	জিও'র ক্রমিক নং	প্রাপ্ত পদক	পদকপ্রাপ্ত সাল	বর্তমান অবস্থান	মন্তব্য
১৫.	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, বিপিএম- সেবা, পিপিএম (বার), বিপি-৭৭০৬১২১৭০১ পুলিশ সুপার, বিপিএ, সারদা, রাজশাহীতে সংযুক্ত	৩ ১৯ ৫৫	পিপিএম -সেবা পিপিএম -সেবা বিপিএম- সেবা	২০০৮ ২০১৩ ২০২৩	পলাতক	
১৬.	জনাব মোঃ শাহজাহান, পিপিএম -সেবা বিপি-৭৬০৬১২৫৯৮৩ পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় চট্টগ্রামে সংযুক্ত	২২	পিপিএম -সেবা	২০১৫	পলাতক	
১৭.	জনাব মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন, বিপিএম- সেবা, পিপিএম (বার), বিপি-৭৬০৬১১৩৯৬২, পুলিশ সুপার, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত	১৭ ৪৪ ৬	বিপিএম-সেবা পিপিএম-সেবা পিপিএম-সেবা	২০১৫ ২০১২ ২০০৯	পলাতক	
১৮.	জনাব মানস কুমার পোদ্দার, পিপিএম (বার), বিপি-৭৯০৬১১২৩৭৩, পুলিশ সুপার, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	২৪ ৫	পিপিএম-সেবা পিপিএম-সেবা	২০১১ ২০০৯	পলাতক	
১৯.	জনাব গোলাম মোস্তফা রাসেল, বিপিএম-সেবা, পিপিএম(বার), বিপি-৭৬০৬১১৭৬০০, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	৪২ ১৭ ২৩	বিপিএম-সেবা পিপিএম-সেবা পিপিএম-সেবা	২০২৩ ২০১৭ ২০১১	পলাতক	
২০.	জনাব মোঃ আরিফুর রহমান মন্ডল, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার), বিপি-৭৬০৬১১৯৭৪২, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	১ ২ ১৮ ১৫	পিপিএম পিপিএম বিপিএম বিপিএম-সেবা	২০১৯ ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬	পলাতক	
২১.	জনাব মোঃ ইকবাল হোসাইন, বিপিএম-সেবা, বিপি-৮১০৮১২১৬৩৮, পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় খুলনায় সংযুক্ত	২১	বিপিএম-সেবা	২০২০	পলাতক	
২২.	জনাব হাসান আরাফাত, বিপিএম- সেবা , পিপিএম -সেবা, বিপি-৮৩১০১২৬৮৭৪ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), পিটিসি, খুলনা	১৮ ২৫	বিপিএম-সেবা পিপিএম-সেবা	২০১৪ ২০১৬	পলাতক	
২৩.	জনাব মোঃ রহমত উল্লাহ চৌধুরী, বিপিএম (বার), বিপি-৮৩১০১২৬৮০১, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	৮ ২০ ১৮	বিপিএম বিপিএম বিপিএম-সেবা	২০১৯ ২০১৭ ২০১৫	পলাতক	
২৪.	জনাব এস,এম, জাহাঙ্গীর হাছান, বিপিএম (বার), পিপিএম, বিপি-৮৬১২১৪৭৬২৬ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, টাঙ্গাইল অঞ্চল	১২ ২০ ২৩	বিপিএম পিপিএম বিপিএম	২০১৬ ২০১৭ ২০১৮	পলাতক	
২৫.	জনাব রুবাইয়াত জামান, পিপিএম -সেবা বিপি-৮৬১২১৪৭৭৪২, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সুনামগঞ্জ	২০	পিপিএম-সেবা	২০২০	পলাতক	

ক্রঃ নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	জিও'র ক্রমিক নং	প্রাপ্ত পদক	পদকপ্রাপ্ত সাল	বর্তমান অবস্থান	মন্তব্য
২৬.	জনাব শাহ আলম মোঃ আখতারুল ইসলাম, পিপিএম, বিপি-৮৫১৩১৫৯৪৯৫, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিলেট	১২	পিপিএম	২০২০	পলাতক	
২৭.	জনাব মোঃ তোহিদুল ইসলাম, বিপিএম (বার), বিপি-৮৫১৩১৬৬১৮৪, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ	২১	বিপিএম	২০১৭	পলাতক	
		১০	বিপিএম	২০১৯		
২৮.	জনাব ইফতেখায়রুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা, পিপিএম-সেবা, বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৩৪, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় খুলনায় সংযুক্ত	৮০	বিপিএম-সেবা	২০২৩	পলাতক	
		২৮	পিপিএম-সেবা	২০১৭		
২৯.	জনাব মোঃ রওশানুল হক সৈকত, পিপিএম, বিপি-৮৬১৪১৬৬৩৩৩, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, র‍্যাব	১৯	পিপিএম	২০২৩	পলাতক	
৩০.	জনাব মিশু বিশ্বাস, পিপিএম (বার), বিপি-৯০১৪১৬৬২২৭, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, জামালপুর	১০৫	পিপিএম-সেবা	২০১৮	পলাতক	
		৮৮	পিপিএম-সেবা	২০২৩		
৩১.	জনাব গোলাম রুহানী, পিপিএম, বিপি-৯১১৮২২০৫৯৩, সহকারী পুলিশ সুপার, এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি	৩০	পিপিএম	২০২৩	পলাতক	
৩২.	জনাব মোঃ মেজবাহউদ্দিন আহাম্মেদ, বিপিএম (বার), পিপিএম -সেবা বিপি-৬৮৯৪০১১১৮৪, পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন), পাগলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ি, নারায়নগঞ্জ অঞ্চল	৩১	পিপিএম-সেবা	২০১৩	পলাতক	
		১৭	বিপিএম	২০১৬		
		১১	বিপিএম	২০১৯		
৩৩.	জনাব মোঃ মশিউর রহমান, পিপিএম(বার), বিপি-৭৫০০০৮৬৬৩৪, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), বিপিএ কার্যালয়, সারদা, রাজশাহী	২৯	পিপিএম-সেবা	২০১৪	পলাতক	
		১২৪	পিপিএম-সেবা	২০১৮		
৩৪.	জনাব বি এম ফরমান আলী, পিপিএম -সেবা বিপি-৭৫০১০৩৪৫৩৬, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), এপিবিএন এবং বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি	৩৪	পিপিএম-সেবা	২০২০	পলাতক	
৩৫.	জনাব মোঃ নূর-এ-আলম সিদ্দিকী, বিপিএম বিপি-৭৪০২০৭২০৬৩, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), পুলিশ হাসপাতাল, বগুড়া জেলা	২৭	বিপিএম	২০১৮	পলাতক	
৩৬.	জনাব কাজী মাইনুল ইসলাম, পিপিএম, বিপি-৭৭০২০০৮১৩৪, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নেত্রকোণা	০৪	পিপিএম	২০১৩	পলাতক	
৩৭.	জনাব অপূর্ব হাসান, পিপিএম -সেবা বিপি-৭৪০২০৮৪১৮৮, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, ঠাকুরগাঁও	৪৩	পিপিএম -সেবা	২০২২	পলাতক	
৩৮.	জনাব মোঃ শাহজামান, পিপিএম -সেবা বিপি-৭৭০৪১২১৮৯৭, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), বিপিএ কার্যালয়, সারদা, রাজশাহী	১৪৬	পিপিএম -সেবা	২০২৩	পলাতক	

ক্রঃ নং	নাম, পদবি ও কর্মস্থল	জিও'র ক্রমিক নং	প্রাপ্ত পদক	পদকপ্রাপ্ত সাল	বর্তমান অবস্থান	মন্তব্য
৩৯.	জনাব শেখ আমিনুল বাশার, পিপিএম, বিপি-৮১০৮১২২৯১০, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৩, চট্টগ্রাম	১০	পিপিএম	২০১১	পলাতক	
৪০.	জনাব জাকির হোসাইন, পিপিএম, বিপি-৮২১১১৪৫৩৮৪, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত	৩৮	পিপিএম	২০১৮	পলাতক	

০২। পদক প্রত্যাহারকৃত পুলিশ সদস্যদের অনুকূলে পদক সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধাদি বন্ধ করা হলো এবং ইত:পূর্বে পদক সংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তৌহিফ আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩২/ ৪ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৮৯.২০২৫-৪৯০**—যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, বিপি-৯০১৮২২০৫৮৯, সহকারী পুলিশ সুপার, বেলকুচি সার্কেল, সিরাজগঞ্জ জেলায় কর্মরত আছেন। ইতোপূর্বে তিনি গত ১৯-১২-২২ হতে ২৯-৫-২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সহকারী পুলিশ সুপার (টি আর), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাবস্থায় গত ১২-০৫-২৩ খ্রিঃ বেলা ১৫.০০ হতে ১৬:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত পুলিশ অধিদপ্তরের নন পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ-২০২৩ এর লিখিত পরীক্ষা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তার ছোট ভাই শফিউল আলম (পরীক্ষার্থী রোল নম্বর ১২০০০১৮৯) উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার ভাইয়ের পরীক্ষা কক্ষে (কক্ষ নং-৪০০২) উপস্থিত হয়ে তাকে প্রশ্নপত্রে উত্তর সরবরাহ করেন। তিনি উক্ত নিয়োগ পরীক্ষা কেন্দ্রে কলেজ ভবনের কক্ষ নং-৪০০২ (৪র্থ তলা) এর সহকারী ফ্লোর ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বরত পুলিশ পরিদর্শক জনাব এস এম শফিউল আলমের নিকট নিজেকে পিআইও পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত আছেন মর্মে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সিভিল পোষাকে তার তদারকি ডিউটি আছে বলে উক্ত কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি তার ছোট ভাই পরীক্ষার্থী শফিউল আলম (২৬), মোবাইল ০১৭২৩-০০৮৫১৯, পিতাঃ মৃত মোঃ আব্দুল মাবুদ, মাতাঃ মোছাঃ রোকেয়া বেগম, গ্রামঃ পদুয়া, পোঃ উত্তর পদুয়া, উপজেলাঃ চৌদ্দগ্রাম, জেলাঃ কুমিল্লা' কে পরীক্ষা চলাকালীন সময় বেলা আনুমানিক ১৫.৫৫ ঘটিকায় প্রশ্নপত্র নিয়ে কয়েকটি উত্তর লিখে দেন। এর ফলশ্রুতিতে তার ভাইকে পরীক্ষা হতে বহিষ্কার করা হয়। তার উপরোক্ত কর্মকাণ্ডের দরুন জনসম্মুখে বাংলাদেশ পুলিশের সুনাম ও ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তার এহেন কার্যকলাপ অত্যন্ত গর্হিত ও বিভাগীয় নিয়ম শৃঙ্খলা পরিপন্থী যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং গত ২৩-০৬-২০২৫ তারিখে ৩৭৮ স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয় ; এবং

০২। যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, বিপি-৯০১৮২২০৫৮৯, সহকারী পুলিশ সুপার, বেলকুচি সার্কেল, সিরাজগঞ্জ জেলা ০৯ জুলাই ২০২৫ তারিখ ৬৬৭ স্মারকমূলে লিখিত জবাব দাখিল করেন। তিনি লিখিত জবাব ব্যক্তিগত শুনানি করতে ইচ্ছা পোষণ করেন; এবং

০৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড আরোপযোগ্য বলে বিবেচিত হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, বিপি-৯০১৮২২০৫৮৯, সহকারী পুলিশ সুপার, বেলকুচি সার্কেল, সিরাজগঞ্জ জেলা-এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, বিধি ৪ এর ২ (খ) মোতাবেক তাকে "০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে তিনি উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২/ ৭ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১১৭.২০২৫-৪৯২**—যেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, (বিপি-৭১৯৬০০৮০৭০) সাবেক অফিসার ইনচার্জ, বাঙ্গারাবাজার থানা, কুমিল্লা বর্তমানে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), দাউদকান্দি সার্কেল অফিস, কুমিল্লায় কর্মরত। তিনি বাঙ্গারাবাজার থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন ১৬-০৯-২০২২ খ্রিঃ রাত অনুমান ১.৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম রেহানা বেগমের বসত বাড়িতে অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন মুখে মাস্ক পরা লোক সিঁদ কেটে এবং ধাক্কা দিয়ে কাঠের দরজা খুলে ভিকটিমের গৃহে প্রবেশ করেন। ভিকটিম রেহানা বেগম (৪৮) এর মুখে কাপড় গুঁজে স্কচটেপ লাগিয়ে এবং হাত-পা বেঁধে মেঝেতে উপুড় করে শুইয়ে দেয়। ভিকটিম কামরুল হাসান (১০) পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তাকে ধৃত করে হাত-পা বেঁধে মুখে স্কচটেপ লাগিয়ে দেয়। ভিকটিম সুমি আক্তার (১৭) কে অন্য কক্ষে নিয়ে বিবস্ত্র করে এবং সেই দৃশ্য আসামীদের সংগীয় দুই তিনজন মোবাইল ফোনে ছবি তোলে এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করে। এক পর্যায়ে আসামি জাকির হোসেন ভিকটিম সুমি আক্তারকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং তলপেটে লাথি মারে। ভিকটিম সুমি আক্তার ১২ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাছাড়া আসামি জাকির হোসেনসহ অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন ভিকটিমের গৃহ হতে মোবাইল ফোন, নগদ টাকা ১২০০০/=, পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয় পত্র নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে;

০২। যেহেতু, তিনি উল্লিখিত লোমহর্ষক ঘটনার বিষয়ে অবগত হওয়া সত্ত্বেও থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে ভিকটিমকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা ফোনে কোনো কথা না বলে আলোচ্য ঘটনার বিষয়ে চুরির অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য কম্পিউটার অপারেটর কং/১৫২১ মোঃ মামুন হোসেনকে নির্দেশ প্রদান করেন। তার নিয়ন্ত্রণাধীন থানা এলাকায় ধর্ষণসহ ডাকাতি এবং বিবস্ত্র অবস্থায় মোবাইল ফোনে ছবি এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করার মত একটি ঘটনা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তার ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা এবং উক্ত ঘটনার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মৌখিক বা লিখিত আকারে অবগত না করার বিষয়টি অদক্ষতা, অপেশাদারিত্ব এবং কর্তব্যকর্মে চরম অবহেলার পরিচয় বহন করে। তিনি অপেশাদারিত্ব এবং দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন, যা অনুসন্ধানকালে সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং ৪ এর উপবিধি ২ (খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত" রাখার আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২১-০৫-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

০৪। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, (বিপি-৭১৯৬০০৮০৭০) সাবেক অফিসার ইনচার্জ, বাঙ্গারাবাজার থানা, কুমিল্লা, বর্তমানে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), দাউদকান্দি সার্কেল অফিস, কুমিল্লায় কর্মরত এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং ৪ এর উপবিধি ২ (খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত" আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৭ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৭৮৬**—যেহেতু, জনাব কাজী মনিরুজ্জামান, পিপিএম (বিপি-৭৬০৬১১৯৬৫৬), সাবেক উপপুলিশ কমিশনার, ডিএমপি ঢাকা ও বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রংপুরে সংযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ২৫-১১-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সেহেতু, জনাব কাজী মনিরুজ্জামান, পিপিএম- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion)" এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ২৫-১১-২০২৪ তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ৩১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.১০০২**—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বরিশাল এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার মামলা নং-২৯, তারিখ: ১৭-০৫-২০২৫ খ্রিঃ, অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৫৩/২৯৫-ক ধারামতে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের ভূতাপেক্ষ পূর্বানুমতি (Consent) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মফিজুল ইসলাম

সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৩ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৭.২৭.০০৯.২৪.২৪২**—ড. মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন কবির (সাময়িক বরখাস্ত), জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রংপুর (বর্তমানে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিজার্ভ হিসেবে, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকায় পদায়িত)-এর ২৯-১২-২০২৪ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৬.১২. ০১০.২৪(অংশ)-৮২৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে জারীকৃত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

০২। বর্ণিত কর্মকর্তার সাময়িক বরখাস্তকালে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত/আদেশের সাথে সম্পর্কিত বিধায় উক্ত বিষয়ে বিভাগীয় মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত/আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা বিদ্যমান বিধি বিধানের আলোকে চলমান থাকবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন

সচিব (রুটিন-দায়িত্ব)।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৭ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৯৯/২০২৫/কাস্টমস/২১১**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা-১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার শিল্পচর মৌজার অন্তর্গত মিরসরাই জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করছে, যথা:

ক্রঃ নং	মৌজা:	জে.এল নং	খতিয়ান নং	দাগ সংখ্যা	দাগ নম্বর (বি. এস)	জমির পরিমাণ
১	শিল্পচর	১১২	০২	০১	০১	২৫ একর

চৌহদ্দি:

ক) পূর্বে: খালি ভূমি;

খ) পশ্চিমে: ১৬০ ফুট রাস্তা;

গ) উত্তরে: খালি ভূমি;

ঘ) দক্ষিণে: Samuda Construction (T.K. Group) Industry.

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ আল আমিন

দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২/ ১১ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২৩(অংশ).৩৬৫**—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত, ১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ				জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং(এসএ)		আরএস দাগ নং					
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	**বালাসুর জমিদার বাড়ি** গ্রাম: বালাসুর ইউনিয়ন: ভাগ্যকূল উপজেলা: শ্রীনগর জেলা: মুন্সীগঞ্জ	রাঢ়ীখাল	১৭১-১৭৬	৮১ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ৮৩৯ ৮৪২ ৮৪৩	১০৭৩ ১০৭৪ ১০৮৩ ১০৮৪ ৮৮ ৮৯ ১০৮৯	০.৪২০০ ৩.৫২০০ ৩.৩৮০০ ৪.৪১০০ ০.৮৭৫০ ০.৬৪৫০ ০.২৫০০ ১৩.৫০০০	পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-	অর্পিত‘ক’ গেজেটভুক্ত সম্পত্তি	‘ক’ গেজেট লীজকৃত সম্পত্তি হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। উল্লেখ্য, ১২ মার্চ ২০২৫ তারিখে ২১১ নং স্মারকে সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর এই সম্পত্তির বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে অত্র কার্যালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	সম্পূর্ণ ১৩.৫০ একর জমি লীজ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত লীজমানি আদায় করা হয়েছে। উক্ত সম্পত্তিতে প্রাচীন স্থাপনার পাশাপাশি পরবর্তীতে সরকারি অর্থায়নে দুইটি পাকা দালান নির্মিত হয়েছে সেগুলো যথাক্রমে বিক্রমপুর জাদুঘর ও মুনির আজাদ পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত পাঠাগারের ২য় ও ৩য় তলায় আটটি বিশ্রাম কক্ষ রয়েছে।

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.১০৯.২২-৩৬৬**—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত, ১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	**সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার বাড়ি** গ্রাম: কুন্ডুপাড়া উপজেলা: কুমারখালী জেলা: কুষ্টিয়া	কুমারখালী	১১	১০৯৫ ১০৯৬	০.২৩৮৭ ০.১৬১৯	পূর্বে- নজরুল পশ্চিমে-রাম মজুমদার উত্তরে-আব্দুল হাই দক্ষিণে-বদর উদ্দিন	বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার, কুষ্টিয়া	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অমিতাভ পরাগ তালুকদার
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.১৩.১৫৬.২২.৩২৯—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিগত সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চাকরিতে বঞ্চনা, অবিচার ও প্রতিহিংসার শিকার হওয়া অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক যথাবিহিত সুপারিশ পেশের জন্য কমিটি নিম্নরূপে গঠন করেছে:

২। কমিটির গঠন:

১)	বিএ-১৫৫৬ লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) আব্দুল হাফিজ, এনডিসি, পিএসসি, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ সহকারী	:	সভাপতি
২)	বিএ-৩০০৯ মেজর জেনারেল (অবঃ) মুহম্মদ শামস-উল-হুদা, বিএসপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	:	সদস্য
৩)	বিএ-৩২১৯ মেজর জেনারেল (অবঃ) শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন, ওএসপি, বিএএমএস, এএফডব্লিউসি, এসজিপি, পিএসসি	:	সদস্য
৪)	পি নং-৪৬৬ রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মোহাম্মদ শফিউল আজম, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন	:	সদস্য
৫)	বিডি-৮০০৪ এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) মুহাম্মদ শাফকাত আলী, ওএসপি, বিএসপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি (পি)	:	সদস্য
৬)	এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	;	সদস্য
৭)	নেভাল সেক্রেটারী, নৌবাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা	:	সদস্য
৮)	এয়ার সেক্রেটারী, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা	:	সদস্য
৯)	মহাপরিচালক, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড লজিস্টিকস, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

২.১। সেনাসদর, সামরিক সচিব কিংবা তার প্রতিনিধি প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটিকে তথ্য প্রদান করবেন।

২.২। কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোনো চাকুরিরত কিংবা সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৩। কমিটির কার্যপরিধি:

১) কমিটি ভুক্তভোগী অফিসারদের আবেদন পেশের সময়সীমা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি দিবেন।

২) কমিটি অনধিক ০২ (দুই) মাসের মধ্যে প্রাপ্ত প্রতিটি আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক যথাবিহিত বিধিসম্মত সুপারিশ প্রণয়ন করবেন।

৪। সাচিবিক সহায়তা, লজিস্টিকস ও অন্যান্য:

১) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সকল সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কমিটির জন্য একটি যথোপযুক্ত দপ্তর ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৩) কমিটির অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ প্রতি সভার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

৫। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব।